বোধন

উমানাথ ভট্টাচার্য

পরিবেশক

নব গ্রন্থ-কুটির। ৫৪।৫ এ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৮

প্রকাশক : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাশী। ২৭।৩ সূর্যসেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯

মুদ্রক : হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস। ১৮৬।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৪

প্রচ্ছদপট : চারু খান

প্রচ্ছদ মুদ্রক : মোহন প্রেস

দৈত্যরাজের যত অনুচর
মৃত্যুর ফাঁদ পাতে পর পর
মেলো চোখ আজ ভাঙো সে ফাঁদ
হাঁকো দিকে দিকে সিংহনাদ

... ...
... ...

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

—সুকান্ত

লেখকের—

নাটক

নীচের মহল

ঘূর্ণী

জল

শেষ সংবাদ

ফিরিঙ্গী কবি

ঠগ

উপন্যাস

নরক

বোধন

পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক

* চরিত্রলিপি *

কালী

গগন

ভবেশবাবু

নব

গুণধর

রাখাল মাষ্টার

অনন্ত ওরফে ইদ্রিস মিঞা

হর কবিরাজ

শশী ডাক্তার

মাসী

আলো

এক

[গগনের বাড়ী। মাটির দেয়াল, টিনের চাল। সামনে টানা দাওয়া। দাওয়ার একপাশে হাপর ও গগনের কামারশালের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। দাওয়ার গা ঘেঁসে উঠনে একটা লম্বা বেঞ্চী। কামারশালের পাশেই ঘরের দরজা। গগনের ঘরের পিছন দিক থেকে কোনাকুনি বাঁশের বেড়া ডানদিকে উইংস পর্যন্ত চলে গেছে। বেড়ার ওপাশে মাসীর বাড়ী। ও বাড়ীর উঠনে দু'একটা ফুলের গাছ, বেড়ার গায়ে লতান গাছ। মাসীর বাড়ীটা দেখা যায় না, কিন্তু আভাস পাওয়া যায়—কারণ ওই উঠনে কাপড় মেলা রয়েছে। দাওয়ার হাপরের পাশে কালী বসে বসে ঝিমোচ্ছে। সময়—পড়ন্ত বিকাল।]

নেপথ্যে মাসী। আলো! (ডাক শুনে কালী চমকে ওঠে; এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আবার ঝিমোতে থাকে।) অ আলো! কোথায় গেলি!

নেপথ্যে আলো। আমি এইখানে মাসী।

[বেড়ার ও পাশে মাসীকে দেখা যায়]

মাসী। (আলোর উদ্দেশ্যে) বলি সাঁজের বেলা কি এত কথা লা! ঘরের কাম-কাজে হাত দিতে হবে না? (কালী ঘাড় কাত করে মাসীকে দেখে। মাসী আলোর কোন জবাব পায় না।) বলি, কথা কানে যাচ্ছে?

নেপথ্যে আলো। যাচ্ছে, মাসী।

মাসী। (নিজের মনে) এ মেয়ে আমাকে পাগল করবে। সাঁজ ঘনাতে চলল, কোথায় গা-হাত ধুয়ে এসে ঘরের কাজে মন দিবি; তা না,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প হচ্ছে। (আলোর উদ্দেশ্যে) বলি, তুই আসবি, না, ঘরদোর ফেলে রেখে আমিই কোথাও চলে যাব ?

নেপথ্যে আলো। যেও না মাসী, আমি আসছি।

[ঘরের ভিতর থেকে গগন বাইরে আসে]

মাসী। পরের মেয়ে মানুষ করা এক ঝকমারী বাপু। কেন যে কপালে জুটেছিল !

গগন। পরের মেয়ে বলছ কেন মাসী ? ও তো তোমার আপন বোনঝি।

[কালী গগনের গলা পেয়ে হাপড়ে টান পাড়তে শুরু করে।]

মাসী। তুমি আর ফোড়ন কেটো না তো। আমি মরছি আমার জ্বালায়।—বলি, বোনের মেয়ে আমার আপন হল কেমন করে হ্যা ?

গগন। আপন বললেই আপন। পর বললেই পর। আপন-পর কি কারুর গায়ে লেখা থাকে ?

মাসী। (আলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার) আলো! বলি আসবি ? (আলোর জবাব নেই) ঠিক আছে। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। চ্যালাকাঠ পিঠে না পড়লে মেয়ের শিক্ষা হবে না।

[মাসীর প্রস্থান। কালী আবার ঝিমুতে শুরু করেছিল; গগনের নজর পড়ে তার দিকে]

গগন। এ্যাই! (কালী চমকে ওঠে, দ্রুত হাপড় টানতে শুরু করে) আবার ঘুমুচ্ছিলি! মাসীর ঐ চ্যালাকাঠ একদিন তোর পিঠে ভাঙব হারামজাদা—এত ঘুম আসে কোত্থেকে রে?

কালী। কই! ঘুমুইনি তো।

গগন। আবার মিছে কথা! আমি দেখিনি? (কালীর কান ধরে) রাত্রে কি কর, এঁ্যা? চুরির ধান্দায় ঘোর নাকি? বল—

[খিলখিল হাসি শুনে গগন কালীর কান ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়; কান পেতে শোনে। বেড়ার ওপাশে আলো এসে দাঁড়ায়। গগন আলোর দিকে চেয়ে থাকে। আলোর নজর যায় গগনের দিকে।]

আলো। হাঁ করে কি দেখছ গো, মশাই?

গগন। (অপ্রস্তুত হয়; দাওয়া থেকে নেমে আসে) তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে আলো?

আলো। কেন বল তো?

গগন। খুব হাসি-খুশি দেখছি কিনা।

আলো। মোড়লের সেই বদমাস ছেলেটা কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে কি না। তাই তার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে—

গগন। ও। (গগনের গাম্ভীর্য দেখে আলো খিল খিল করে হেসে ওঠে) হাসছিস কেন?

আলো। তোমার রকম দেখে গো, মশাই।…আমি কথা কইছিলাম বিন্দুর সঙ্গে। শ্বশুর বাড়ী থেকে আজই এসেছে তো।

গগন। বিয়ের পর বাপের বাড়ী এই প্রথম এলো, না?

আলো। (দুষ্টু হাসি ওর চোখে) সেই জন্যেই তো মাসীর ডাকে সাড়া দিচ্ছিলাম না।

গগন। হুম্। যাও না ; চ্যালাকাঠ তৈরী আছে,—মাসী পিটিয়ে লাস করবে।

আলো। এঁঃ, করলেই হল। আমি না ওর আপনজন।

[হাসতে হাসতে আলোর প্রস্থান। ভবেশবাবু কখন এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেনি। গগন আলোর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।]

ভবেশ। বাঃ! (গগন চমকে তাকায়। ভবেশ এগিয়ে আসে।) গগনের দিনকাল তাহলে বেশ ভালই কাটছে বল।

গগন। আসুন ভবেশবাবু, বসুন।—এই কালী! ওঠ শিগগীর, তামাক সাজ।

কালী। (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়) টিকে।

গগন। কি!

কালী। টিকে। নেই।

গগন। তা ব্যাটা আগে বলবি তো। পঞ্চাশ দিন বলেছি. একটা জিনিষ ফুরোবার আগে এনে রাখবি ; তা বাবুর হাঁড়ি খালি না হলে খেয়াল হয় না। কপালে জোটেও যত!—যা, তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। (কালী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে) কি হল! দাঁড়িয়ে রইলি যে?

কালী। পয়সা।

গগন। ওঃ!···ভবেশবাবু, আপনাদের ক'মাসে বছর হয়?

ভবেশ। সে কি রে!

গগন। বারো মাসে তো? এ ব্যাটার বছর হয় বেয়াল্লিশ মাসে। দেখুন না, দেখুন, দাঁড়িয়ে আছে যেন নব কার্ত্তিকটি। তোকে আমি তাড়াতাড়ি আনতে বললাম না?

কালী। পয়সা?

গগন। কুলুঙ্গিতে খুচরো পয়সা রাখা আছে ; সেখান থেকে নিয়ে যাও। (কালী ঘরে যায়, পয়সা নিয়ে বাইরে আসে, ধীর পায়ে বাইরের দিকে প্রস্থান করে। গগন হাঁক পাড়ে) নবাবপুত্তুর, টিকে আনতে আবার রাত পুইয়ে এসো না যেন।

[ভবেশ হো হো করে হেসে ওঠে]

আপনি হাসছেন। কিন্তু ও ব্যাটার যত বয়েস হচ্ছে, তত গেঁতোমী বাড়ছে। বাচ্চা বেলায় ওর মা'র কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম ; ভেবেছিলাম, মানুষ করে দেব। কিন্তু হয়েছে একটা কুঁড়ের বেহদ্দ।

ভবেশ। তুই তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে ফেল গগন।

গগন। কি !

ভবেশ। বিয়ে।

গগন। বিয়ে !

ভবেশ। হ্যাঁ ; তাহলেই দেখবি, এই খিট্‌খিটে ভাবটা কমে যাবে।··· কি হল ; কথাটা মনে ধরল না ?

গগন। আমি খিট্‌খিট্ করি না ভবেশবাবু। কালীকে আমি ভালই বাসি। বলতে গেলে, ও আমার ছোট ভাইয়ের মতন।

ভবেশ। এই দেখ ; আমি কি বলেছি, তুই ওকে ভালবাসিস না ? আসলে তোর বয়স হয়েছে তো। এই বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করে থাকলে মাথায় অনেক পোকা জন্মায়। কেউ তোর মতন সুযোগ পেলেই রাগ দেখায় ; কিন্তু সত্যি সত্যি রাগে না। কেউ বা ভীষণ অভিমানী হয়ে ওঠে। আবার কারুর বা ওইসব বদ রোগ দেখা দেয়।

গগন। আপনি এত কথা বলছেন কেন ?—এই সাঁজের বেলা ব্যাটা

বসে বসে ঝিমুচ্ছিল ; আমি একটু গা নাড়তে বলেছি। শুধু এই জন্যে—

ভবেশ। (হাসে) এইবার তোর অভিমান হল তো ! (হাসে) সত্যিই তুই একটা বিয়ে কর গগন।

গগন। তখন থেকে খালি বিয়ে বিয়ে করছেন। বিয়ে করলে কি আমার চারটে হাত গজাবে ?

ভবেশ। এইবার তুই লজ্জা পাচ্ছিস তো ! এই শোন ; শোন না। (গগন কাছে আসে) আলো মেয়েটা কেমন রে ?

গগন। আলো ! আলো কে ?

ভবেশ। আহা, যেন চেনেন না।—ওই মাসীর বোনঝি, যার সঙ্গে একটু আগে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলি। কেমন ?

গগন। ভাল।

ভবেশ। কি রকম ভাল ? (গগনের পেটে একটা খোঁচা দেয়) আহা বল না।

[এতক্ষণে গগনের মুখে হাসি ফোটে]

গগন। আপনাকে বলতে পারি ভবেশবাবু ; কিন্তু কাউকে বলবেন না, বলুন।

ভবেশ। ঠিক আছে, কাউকে বলব না। তুই বল।

গগন। মেয়েটা খুব ভাল।

ভবেশ। বিয়ে করবি ?

গগন। যাঃ !

ভবেশ। এই দেখ, লজ্জায় একেবারে বেগুনী হয়ে গেলি যে ! (হঠাৎ ও-বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে) মাসী, ও মাসী !

গগন। একি ! আপনি ওকে ডাকেন কেন ?

[মাসীর প্রবেশ]

মাসী। কে র‍্যা! (ভবেশকে দেখে লজ্জিত হয়।) ওমা, আপনি! আমি ভাবলাম—। তা, হ্যাঁ মশাই, আপনি আমার গুরুজন, ব্রাহ্মণ। অনেকদিন মানা করেছি, আমাকে 'মাসী' বলে ডাকবেন না। কথা কানে নেন না কেন?

ভবেশ। মাসী ডাকটা খুব মিষ্টি কি না, তাই ডাকি। আমার নিজের মাসী নেই।

মাসী। তাই বলে যাকে-তাকে ওই বলে ডাকতে হবে?

ভবেশ। যাকে-তাকে কেন? তুমি কি মাসী নও?

মাসী। যার আছি, তার আছি। আপনার কি?

ভবেশ। আমার কি! তবে বুড়ো বয়সে মাঝে মাঝে একটু খোকা সাজার সখ হয় কি না, তাই।

মাসী। ঢং!

ভবেশ। (সহাস্তে) তা যাক গে। যে জন্যে ডাকছিলাম। (গগনকে) হ্যাঁরে, তোর কালী কি রাস্তায় আবার ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? টিকে তো এলো না।

মাসী। কি বলছিলেন, তাড়াতাড়ি বলুন বাপু। হাতের কাজ ফেলে উঠে এসেছি।

ভবেশ। ও হ্যাঁ। বলছিলাম, বোন-ঝির বে-থার কথা কিছু ভাবছ কি?

মাসী। সময় হলেই ভাবব। অত তাড়াহুড়োর কি পড়েছে!

ভবেশ। সময় হয়নি?

মাসী। হলে, হয়েছে; সে আমি ভাবব'খন। আপনাদের সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

ভবেশ। আহা শোনই না। (মাসী দাঁড়ায়) বলছি, ভাল ছেলে যদি পাও, তাহলে বোন-ঝির বিয়ে দেবে? না,—

গগন। আমি দেখছি, কেলে ব্যাটা টিকে নিয়ে কদ্দূর এল।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

ভবেশ। এই গগন, দাঁড়া বলছি। এত ভণিতা করে সবে কাজের কথাটা পেড়েছি, অমনি বাবুর কাজ মাথায় এল।

গগন। দেখে আসতাম, কালী…টিকে—

ভবেশ। টিকে লাগবে না। তুই দাঁড়া। (মাসীকে) কি, বল।

মাসী। কি বলব ?

ভবেশ। বিয়ে দেবে বোন-ঝির ? না, আইবুড়ো করে—

মাসী। বিয়ে দেব না কেন ?…কিন্তু পাত্তরটা কে শুনি ?

ভবেশ। পাত্তর আছে। ভাল পাত্তর। বয়েস অবশ্য একটু বেশী ; কিন্তু পুরুষ মানুষের বয়েস নিয়ে কে কবে মাথা ঘামিয়েছে বল। তোমার মেয়েরও তো—কত হবে ? আঠারো-উনিশ হয়েছে না ?

মাসী। মিথ্যে কথা। আলোর বয়েস এই পনেরো পেরিয়ে ষোল।

ভবেশ। তাহলে আমাদের ছেলের বয়েস এই তিরিশ পেরিয়ে একত্রিশ।

গগন। আমি যাই।

ভবেশ। দাঁড়া গগন।

মাসী। লোকটা কে শুনি।

ভবেশ। তুমি তাকে চেন।

মাসী। আমি চিনি ?

ভবেশ। হ্যাঁ। তার নাম শ্রীগগনচন্দ্র মাইতি।

মাসী। সে আবার কে ?

ভবেশ। (গগনকে) দেখ গগনচন্দ্র মাইতি, মাসী তোকে চিনতেই পারছে না।

মাসী। ওই দামড়া ! ম্যাগো !

ভবেশ। কেন! আমাদের ছেলে কি দেখতে শুনতে ভাল না?

মাসী। ভাল আবার না?…আচ্ছা, আপনি আমার ওই চাঁদের পারা মেয়ে আলোর জন্যে ওই হুম্‌দোর কথা ভাবলেন কি করে বলুন তো!

গগন। দেখ মাসী, আমি তোমার সঙ্গে একটা কথাও বলিনি, তবু তুমি আমাকে না-হোক গাল দিচ্ছ। ভাল হবে না কিন্তু।

মাসী। ওমা! আমি আবার তোকে গাল দিলাম কখন!

গগন। গাল দাওনি? একবার বললে, দামড়া একবার বললে হুম্‌দো। কেন, আমি কি—

মাসী। ও সোনা, বলেছি বুঝি? ঠিক আছে, আর বলব না। (আলোর উদ্দেশ্যে) অ আলো, শুনে রাখ, গগনকে কিন্তু তুই দাম্‌ড়া কিম্বা হুম্‌দো বলে ডাকিসনি। মনে থাকে যেন।

[মাসীর বলার ভঙ্গীতে ভবেশ হো হো করে হেসে ওঠে।]

গগন। ধ্যাৎ!

[চরম বিরক্তি প্রকাশ করে গগনের প্রস্থান। মাসী সেইদিকে চেয়ে থাকে। ভবেশের দিকে দু-পা এগিয়ে আসে]

মাসী। (আপন মনে) ছেলেটা এমনিতে খারাপ না। শুধু যদি আর একটু বেশী রোজগার থাকত।

ভবেশ। (একই ভঙ্গীতে) মেয়েটাও এমনিতে খারাপ না। শুধু যদি ওর মাসীর আপত্তি না থাকত।

মাসী। (হঠাৎ রেগে) ওকি আপনাকে উকিল ঠাউরেছে নাকি, অ্যাঁ? আলোর মত মেয়ে অত সহজে পাওয়া যায় না। বলে দেবেন আপনার মক্কেলকে। হ্যাঁ।

[ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে মাসীর প্রস্থান]

ভবেশ। (বসে থাকে। একা একা নিজের মনে) আসলে গগনকে মাসীর মনে ধরেছে,—না না, নিজের জন্যে নয়; ওর বোন-ঝি আলোর জন্যে। এখন, গগনটার রোজগার যদি আর একটু বেশী হত। ব্যাটা কালীর ওপর দিনরাত তম্বি করবে, কিন্তু গেঁতো ও নিজেও কম না।···(হাসি) আমিও বাপু ছাড়ার পাত্তর না। তোমরা দুটিতে সুযোগ পেলেই গুজগুজ-ফুসফুস করে সময় কাটাবে, আর আমি তা দেখেও চুপ করে বসে থাকব, দু-হাত এক করে দেবার জন্যে কিছুই করব না,— এমন বান্দাই আমি নই।

[গগন, কালী ও নব'র প্রবেশ। নব একপাশে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে]

ভবেশ। কি হল, নববাবু! মুখ ভার কেন? বউ বকেছে?

নব। আমার বউ আমাকে বকবে, এমন সাহস আছে নাকি তার!

ভবেশ। তবে?

নব। আমি অন্য কথা ভাবছি।

ভবেশ। কি এমন গম্ভীর কথা হে! যে, তোমার মুখেও কথা নেই।

নব। ভাবছি মানুষ মরে যায় কোথায়?

ভবেশ। এঁ্যা!

নব। হ্যাঁ।

ভবেশ। হুম্। শক্ত ভাবনা। তবে মনে হয়, আমার মত মানুষ মরলে নিশ্চই নরকে যায়।

নব। আমার মত মানুষ হলে?

ভবেশ। জানি না। তবে শুনেছি, কেউ কেউ নাকি সগ্‌গেও যায়।

নব। সগ্‌গ কি?

ভবেশ। সেরেছে। সগ্‌গের খবর আমি কেমন করে জানব ভাই। আমি তো এখনো মরিনি।

নব। কিছু পড়েন নি? ওই যে সগ্‌গের কথা-টথা লেখা থাকে, সেই সব বই?

ভবেশ। সগ্‌গের কথা তো বই পড়ে জানা যায় না।

নব। তবে?

ভবেশ। সগ্‌গ কি,—সেটা চোখে দেখে বুঝতে হয়।

নব। বুঝলাম না।

ভবেশ। মুস্কিল। এসব কথা আমি তোকে কেমন করে বোঝাই!

নব। নিজে বোঝেন না,—তাই বলুন।

ভবেশ। নিজে তো বুঝিই না।...তবে... (একটু ভাবে) ধর, এই বাড়িতে এলে গগনের ঘরখানা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে; কি যেন নেই। এই এতবড় উঠুনটা,—ফাঁকা। ঠিক কিনা?

নব। হ্যাঁ।

ভবেশ। এখন ধর, ওর যদি একটা রাঙা টুকটুকে বউ থাকত! রঙিন শাড়ি পড়ে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াত! আর আমাকে নিজের হাতে তামাক সেজে এনে দিত,—

গগন। (চেঁচিয়ে) কালী!

ভবেশ। কি হল?

গগন। তামাক।— এই কালী!

[কালী ঘরে গিয়েছিল; ডাক শুনে দরজায় এসে দাঁড়ায়]

তামাক সাজতে বলেছিলাম না?

কালী। সাজছি তো।

গগন। এতক্ষণ লাগে কিসে? যাও তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।

[কালী ঘরে যায়]

নব। (গগনকে) হয়েছে? আর কিছু বলার থাকলে এই বেলা বলে নাও; কাকার কথাটা এখনো শেষ হয়নি।— শালা, গলা করেছে যেন সা-রে-গা-মা। (ভবেশকে) নিন, বলুন।

ভবেশ। সুরটা কেটে গেল।

নব। তাহলে আবার গোড়া থেকে শুরু করুন।

[কালী বাইরে আসে। হুঁকোটা ভবেশের হাতে দেয়। ভবেশ দুবার কলকেতে ফুঁ দিয়ে হুঁকোয় টান দেয়। তারপর হুঁকোটা কালীর দিকে বাড়িয়ে দেয়]

ভবেশ। জলটা ফিরিয়ে আন।

[কালীর হুঁকো নিয়ে প্রস্থান]

যা, বলছিলাম। ধর, গগনের সেই রাঙা টুকটুকে বউটা আমাকে নিজের হাতে তামাক সেজে এনে দিত, আর রাঙা-রাঙা দুটো তিনটে ছেলে মেয়ে এই উঠোনে ধুলো-কাদা মেখে খেলা করে বেড়াত। সারাদিন গগনের হাতুড়ি পিটত ঠন্ ঠন্। মাঝে এক আধবার হাতুড়ি ফেলে উঠে এসে ছেলেমেয়েগুলোকে একটু আদর করত। ঘরে গিয়ে বউকে একবার আদর করে আসত,—

নব। দিনের বেলা?

ভবেশ। কেন দিনের বেলা বলে কি বউএর সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথাও বলতে নেই?

নব। আচ্ছা, বলুক। ঠিক আছে।…তারপর?

ভবেশ। তারপর আর কি! বলছি, এইসব যদি হত, তাহলে কি হত?

নব। কি হত?

ভবেশ। সগ্‌্গ হত না?

[বেড়ার ওপাশে মাসীকে দেখা যায়। কালী জল ফিরিয়ে এনে হুঁকোটা ভবেশের হাতে দেয়]

মাসী। বুড়ো মানুষ যদি ছেলে বখাবার মন করে, তাহ্‌লে এই রকমই হয়।

নব। কি রকম গো মাসী?

মাসী। (মুখ ঝামটা দেয়) যা যাঃ, ন্যাকাস্‌নি।— খালি বিয়ে, বউ আর ছেলে। কেন আর কি কোন কথা নেই?

নব। আছে তো।

মাসী। ফের! তোরা ছেলেমানুষ; যে যা বলবে, তাই শুনবি। কিন্তু যে-বুড়ো দিন-রাত্তির ওই সব ব'লে বলে তোদের মাথা-গুলোকে চিবিয়ে খাচ্ছে, তার মাথায় কি এতটুকু বুদ্ধি নেই?

নব। (ভবেশকে) বলুন না।

মাসী। ও আবার বলবে কি? অঁ্যা! সাক্ষী মানছিস! তিনকাল গিয়ে যার এককালে ঠেকেছে, আক্কেল পছন্দ কি তার কিছু থাকে।

[ভবেশ নির্লিপ্তভাবে তামাক টানছিল। এইবার মুখ তোলে]

ভবেশঃ শোন মাসী, আমি কর গুণেছি, পাঁচটা কথার মধ্যে তুমি আমাকে তিনবার বুড়ো বলেছ। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো মাসী, আমি কি সত্যিই বুড়ো?

মাসী। না, কচি খোকা; ঝিনুকে করে দুধ খান। (মাসীর প্রস্থান। এরা সশব্দে হাসে। মাসী আবার এসে দাঁড়ায়।) তোমরা বাপু অন্য কথা বল।···আর এত কথাই বা কেন? সোমত্থ

মানুষ, কাজ-কম্ম কিছু করতে পার না? খালি বসে বসে আড্ডা!

নব। কাজ করি তো। কাজ থেকেই তো আসছি।

মাসী। এইবার আমি চ্যালাকাঠ তোর পিঠে ভাঙব, নব। সবটার মধ্যে ফুট্ কাটিস!

নব। ফুট্ কাটলাম কই? তুমি বললে, আমরা কাজ-কম্ম কিছু করতে পারি না। আমি বললাম, কাজ থেকেই তো আসছি। তুমিই তো—

মাসী। কাজ থেকে আসছিস তো বাড়ি যা না। ঘরের মানুষগুলো কি দিয়ে কি করে, একটু চেয়ে দেখ।

[মাসীর প্রস্থান]

ভবেশ। নে রে কালী, হুঁকোটা সরিয়ে রাখ। আজ চলি গগন। সন্ধ্যে হয়ে এল।

[কালী হুঁকো নিয়ে যায়]

গগন। সে কি! আর একটু বসবেন না?

ভবেশ। না। (গলা নামিয়ে) মাসী আজ রেগে আছে। কে জানে, সত্যি যদি চ্যালাকাঠ নিয়ে তেড়ে আসে, বুড়ো মানুষ ছুটে পালাতে পারব না।

নব। আমি আর একটু বসি।

গগন। বস না। এই তো সবে সন্ধ্যে।

নব। ওঃ, ভাল কথা। আর একটু বসুন কাকা। যে-জন্যে সগ্‌গ-মর্ত্তর কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, সেই আসল কথাটাই বলা-হয়নি।

ভবেশ। (বসতে বসতে) কালী, বাবা, আর একবার কলকেটা ফিরিয়ে দে। নে, বল।

নব। গগন তুই বল।

গগন। আমি কেন! তোর কথা তুই বল।

নব। ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে, আমি পারব না; তুই বল।

ভবেশ। যে-হোক একজন বলে ফ্যাল বাপু। ন্যাকামী করিস নি।

গগন। নব আজ একটা মড়া দেখেছে।

ভবেশ। মড়া!

গগন। হ্যাঁ। জানেন তো, হাতে কাজ না-থাকলে এখানে ওখানে ফালতু ঘুরে বেড়ান ওর স্বভাব। আজও গিয়েছিল—শ্মশানে। সেখানে দেখে এসেছে একটা বউ। মাথা ভর্ত্তি সিঁদুর। ফুটফুট করছে রঙ। লাল পাড় শাড়িতে গা মুড়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছে। শ্মশান থেকে বেরিয়ে আসতেই আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল। প্রথম কথাই বললে, ওটা কাদের বউ রে? হ্যাঁরে কালী, টিকে জ্বলল?

ভবেশ। তুই কি বললি?

গগন। আমি কি বলব! কাদের বউ, আমি জানি?···সেই থেকে নবর মাথায় ওইসব কথা ঘুরপাক খাচ্ছে: সগ্‌গ কি? মানুষ মরে কোথায় যায়?

ভবেশ। (নবকে) কোথায় যায়?

নব। জানি না। কিন্তু ওইটুকু বাচ্চা বউ; ওর মরার কি কোন দরকার ছিল? শুনেছি, মাস কয়েকের একটা বাচ্চা আছে। ভাবুন তো, কি হবে সেটার।

ভবেশ। কি আবার হবে! আত্মীয়-স্বজনের ঘরে মানুষ হবে। এমন তো কত হয়।

নব। আত্মীয়-স্বজন যদি কেউ না থাকে।

ভবেশ। তুই দেখি উকিলের জেরা আরম্ভ করলি। বাবা কালী, হল?

আত্মীয়-স্বজন না-থাকে, ওর বাপটা আছে তো। সেই মানুষ করবে।

নব। বাপ হয়তো আছে। তাহলে সে-ই মানুষ করবে। (হঠাৎ যেন মনে আসে কথাটা) কিন্তু বাপও যদি না থাকে ?

ভবেশ। জ্বালালে! বলি তোর এত মাথাব্যথা কেন ?

নব। (হেসে ফেলে) নাঃ, আমার মাথাব্যথা হবে কেন! এমনি ভাবছিলাম।

[কালী হুঁকো নিয়ে প্রবেশ করে]

ভবেশ। দে ; এনেছিস যখন, দুটান দিয়েই যাই। (হুঁকোয় টান দেয়) অতই যদি ভাবনা, তাহলে খোঁজ নিয়ে এলেই পারতি : কাদের বউ, ছেলেটা কোথায়, কার কাছে থাকবে—

নব। হ্যাঁ, তারপর আমার ঘাড়েই এসে পড়ুক আর কি। আত্মীয়-স্বজন থাকেও যদি, পরে ছেলে কে সাধ করে মানুষ করতে চায় বলুন। শত হলেও বোঝা তো।

ভবেশ। ষাট! বোঝা হবে কেন। শিশু তো। ওর আবার আপন-পর কি রে! (হুঁকোয় শেষ টানটি দিয়ে ভবেশ উঠে দাঁড়ায়) আমি চলি গগন। চোখে কম দেখি। এরপর আঁধার ঘনালে আর পথ চলতে পারব না।

গগন। আলো দেখিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব'খন। বসুন না।

ভবেশ। না রে। আজ থাক। আবার কাল আসব। (প্রস্থানোদ্যোগ। একটু গিয়ে আবার ফিরে আসে) গগন শোন। (একপাশে ডেকে আনে। নব খানিক তফাতে বসে থাকে।) ওই আলোকে বিয়ে করতে পেলে তুই খুব খুশী হবি না ?

গগন। (সলজ্জ) ধ্যাৎ!

ভবেশ। বাজে বকিস না। বুকে হাত দিয়ে সত্যি করে বল তো

আমাকে ঃ তুই ওকে বিয়ে করতে চাস না? (সলজ্জভাবে গগন মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।) আশা ছাড়িস না। লেগে থাক। দেখে-শুনে আমার যা মনে হচ্ছে তাতে…বিয়ে তোদের হবেই।—আমি চলি নব। আবার কাল আসব। (নব মাথা নাড়ে। ভবেশের প্রস্থান। একটুক্ষণ চুপচাপ। নব হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে।)

নব। (গান) আমার প্রাণ উমা,

আজ কি তুই যাবি গো মা, কৈলাসপুরে।
আমি চিরদিন দুঃখিত পুত্রশোকে,
তিনদিন সুখে ছিলাম তোর চাঁদমুখ দেখে
আজ কি মা যাবি ছেড়ে,
হিমালয় শূণ্য করে,
দিব, মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে॥
আমার প্রাণ উমা…

[গান শেষ করে একটুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়]

না:,.চলি।

[কোন কথার অপেক্ষা না-করে নবর প্রস্থান]

[কালী দাওয়ার একপাশে চুপচাপ বসে থাকে। ক্রমে আঁধার নামে।]

গগন। কালী, আলো জ্বাল।

কালী। দাদা, হলার দোকানে ওরা কি সব বলাবলি করছিল।

গগন। বেশ করছিল; তুই আলো জ্বাল আগে।

[কালী উঠে ঘরে যায়। বেড়ার ওপাশে আলো এসে দাঁড়ায়।]

আলো। ওরা চলে গেছে ?

গগন। (যেন একটু অন্যমনস্ক) আলো শোন্।

আলো। দাঁড়াও, মাসী কি করছে দেখে আসি। (আলো সরে যায় গগন তেমনি বসে থাকে। একটু পরে সন্তর্পণে আলো বেড়ার ওপাশ থেকে এই উঠুনে এসে দাঁড়ায়।) কি বলছ ?

গগন। (যেন চমকে ওঠে) এঁ্যাঃ !—ও হ্যাঁ ; বলছিলাম—ভবেশবাবু কি বলে গেল জানিস ? (কালী ঝুলপড়া লণ্ঠনটা দাওয়ার একপাশে রাখে।)

আলো। কি ?

গগন। বলল, আশা ছাড়িস না।

আলো। কিসের !

গগন। ধ্যাৎ ; কথা বুঝিস না।··ভবেশবাবু বলল, আমাদের বিয়ে হবেই।

আলো। কিন্তু মাসী ?

গগন। মাসী ঠিক রাজী হয়ে যাবে ; দেখিস তুই। আসলে মাসী আমাকে খুব স্নেহ করে।···আচ্ছা আলো—

[গগন আলোর খুব কাছে এগোতে যায়]

আলো। এই !

গগন। কি ?

[আলো আঙুল দিয়ে দেখায়, কালী দাওয়ার একধারে ভূতের মতন বসে আছে।]

ওঃ। ও কিছু না। তুই এখন ওর কানের কাছে ঢাক বাজা, দেখবি, ও নিশ্চিন্তে নাক ডেকে চলেছে।···আচ্ছা আলো, আমাদের বিয়ের পর তো আর একখানা ঘর তুলতে হবে। রান্নাঘর। ওই একটা ঘরে তো কুলোবে না।

আলো। না, ঝুলোবে না।

গগন। আর এবার রথের মেলা থেকে কিছু ফুলের চারা এনে উঠনের চারপাশে লাগিয়ে দেব। বেশ ভাল হবে না ?

আলো। হুম্।

গগন। আর উঠনের এই মধ্যিখানটায় একটা পেয়ারা গাছ লাগাব।

আলো। হ্যাঁ, তারপর শুঁয়া-পোকার জ্বালায় মরি আর কি।

গগন। শুঁয়া-পোকা !

আলো। হ্যাঁ গো। পেয়ারা গাছে শুঁয়া-পোকা হয়, তুমি জান না ?

গগন। ও, হয় বুঝি !—আচ্ছা, তাহলে জাম গাছ ? কিম্বা লিচু গাছ ?

আলো। আমি বলি, একটা করবী ফুলের চারা লাগিও।

গগন। করবী ফুল ? বেশ।···শোন ; ভবেশবাবু আরো কি বলছিল জানিস ? বলছিল, তুই রঙিন শাড়ি পরে এঘর ওঘর করে বেড়াবি। আর—

[থেমে যায়]

আলো। বল না।

গগন। (বলতে গিয়েও পারে না) না, থাক।

আলো। ধ্যাৎ ! তুমি যেন কি !—কী এমন কথা যে আমাকেও বলতে পার না ?

গগন। বলছিল, আমাদের দুটো তিনটে রাঙা-রাঙা ছেলেমেয়ে ধুলো-কাদা মেখে এই উঠনে খেলা করে বেড়াবে।...বেশ ভাল বলেছে না ?

[গগন ঘনিষ্ঠ হতে যায়।]

আলো। (বাধা দেয়) আঃ, কালী রয়েছে না !

গগন। থাক না ; ওতো ঘুমোচ্ছে।

কালী। (আচমকা) হঁ্যা, তোমরা তো আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ঘুমোতেই দেখ।

আলো। (চমকে) ও মা—

নেপথ্যে মাসী। আলো! বলি, এই সাঁঝের বেলা আবার কোথায় গেলি?

[আলোর দ্রুত প্রস্থান]

কালী। (নড়েচড়ে বসে) পিথিবীতে আর যেন কেউ ঘুমোয় না।

গগন। (সন্দেহজনকভাবে কালীর কাছে যায়) তুই—জেগে ছিলি?

কালী। (জোর দিয়ে) না; ঘুমিয়েছিলাম।

গগন। ঘুমিয়েছিলিই তো।...যদি জেগেই থাকিস তাহলে বল দেখি, এখানে কে এসেছিল?

কালী। কখন?

গগন। এই একটু আগে।

[কালী দুপাটি দাঁত বের করে হেসে ফেলে]

কালী। কেউ আসেনি।

গগন। হাসছিস কেন?

কালী। (গম্ভীর) কই, হাসি নি তো।

গগন। হঁ্যা, হাসিস নি। আর শোন, এই একটু আগে যা বললি,—কথাটা মনে রাখিস। এখানে কেউ আসেনি। অঁ্যা!

কালী! (মাথা নেড়ে) আচ্ছা।

গগন। দেখি, খাওয়ার কি ব্যবস্থা করতে পারি।

[আলো হাতে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায়।]

কালী। দাদা, হলার দোকানে ওরা বলাবলি করছিল, কলকাতায় নাকি হিঁদু-মোছলমানে মারামারি লেগেছে।

গগন। (ঘুরে দাঁড়ায়; ভ্রূ কুঁচকে) কি!

কালী। ওরা বলছিল। হিঁদু-মোছলমানে মারামারি হচ্ছে। কলকাতায়।

গগন। এইবার কালী এক গাঁট্টা লাগাব। কে তোকে বলেছে ওসব কথা? তখন থেকে খালি—

কালী। আমাকে বলতে যাবে কেন! ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল।

গগন। ওরা কারা?

কালী। ওই তো, যারা ওখানে আসে।—শচীনবাবু রেডিওয় শুনেছে। সেই কথা বলছিল।

[গগন গম্ভীর হয়ে ভাবে।]

গগন। ঠিক বলছিস?

কালী। ঠিক না তো কি আমি বানিয়ে বলছি?

গগন। ঠিক আছে; যা শুনেছিস, কাউকে কিছু বলিসনি। ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাক। আমি একবার ঘুরে আসি হলার ওখান থেকে।

কালী। আমি একা থাকব?

গগন। এ গাঁয়ে কোন ভয় নেই কালী।—আমি এখুনি আসছি।

[বেরোতে যাবে, এমন সময় ভবেশবাবু ও নবর প্রবেশ।]

ভবেশ। (চাপাস্বরে) গগন, শুনে এলাম—শচীনবাবু নাকি রেডিওয় শুনেছে—

গগন। হ্যাঁ; কালী বলছিল। সত্যি?

ভবেশ। রেডিওয় শুনেছে যখন···কিন্তু আমি তো এর কোন তাল পাচ্ছি না রে। হঠাৎ—

নব। উৎপাত তো হঠাৎই জোটে কাকা।

ভবেশ। অবশ্য আমাদের এ তল্লাটে ভয়ের কিছু নেই। কারণ এখানে সব হিঁদু। আর, আশেপাশে যা দু-চার ঘর মুসলমান আছে,—গ্রামের সবাই যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখে তাহলে— (হেসে) আমাদের এদিকে কোন গোলমাল হবে না, তোরা দেখে নিস। আরে, কোথায় কলকাতায় কার সঙ্গে কার মারামারি হল, তাই নিয়ে আমরা মাথা গরম করব কেন? অ্যাঁঃ?

নব। কাকা! সেই ছেচল্লিশ সালে—আমি তখন ছোট,—আপনারা একবার দাঙ্গা করেছিলেন।

ভবেশ। বাজে বকিস না। এ তল্লাটে সেদিন দাঙ্গার কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। দাঙ্গা হয়েছিল কলকাতায়। আর হয়েছিল ঢাকা, নোয়াখালি—

নব। ওই হল। —আমি বলছিলাম, সেবারে দাঙ্গার পরে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। এবারে আমরা কি পাব?

ভবেশ। পাব না। হারাবো।

[দ্রুত রাখাল মাষ্টারের প্রবেশ। ঈষৎ উত্তেজিত।]

রাখাল। মশাই! ওদিকে কলকাতায় আগুন; আর আপনারা এখানে নিশ্চিন্তে বসে গল্প করছেন!

ভবেশ। আগুন!

রাখাল। হ্যাঁ। জলছে। (খুশীভাব; ভবেশের কানের কাছে মুখ এনে) মোছলমানের বস্তী আর একটাও বাকী রাখেনি। (হাত দিয়ে দেখায়) সাফ্।

গগন। আপনি বাড়ী যান না। অন্ধকারে এখানে ওখানে ঘুরে না বেড়িয়ে—

রাখাল। ভয় নেই। আমাদের এ তল্লাট নিক্ষত্রীয়। এখানে ভয়ের কিছু নেই। ভাবছি, একবার কলকাতায় যেতে পারলে মন্দ হত না; নিজের চক্ষে দেখে আসতে পারতাম।

গগন। যান না; দেখে আসুন!

রাখাল। সঙ্গী পেলে যেতাম। একা ভাল লাগে না।

নব। সঙ্গী পাবেন না। এবার আপনি বাড়ি যান।

রাখাল। তাই যাই। বাড়ীতে আবার ভাবছে হয়তো।

[প্রস্থানোদ্যোগ; কিন্তু আবার ফিরে আসে]

রাত্রে একটু সজাগ থাকবেন; বলা তো যায় না—বিপদ কোন্ দিক থেকে আসে।···শুনলাম, ইসলামপুরে বাইরের কারা এসে দল পাকাবার চেষ্টা করছে। কি মতলবে, কে জানে।—চলি।

[প্রস্থান]

ভবেশ। আমরাও চলি গগন। চল, নব।

[প্রস্থান]

কালী। এখন কি হবে?

গগন। কী অবার হবে! বলে গেল শুনলি না, এখানে ভয়ের কিছু নেই!

নেপথ্যে গুণধর। গগনদা বাড়ি আছ?

গগন। এই রে! সেই মাতালটা আবার হাজির হয়েছে।

নেপথ্যে গুণধর। গগনদা!

গগন। (দ্রুত কালীর কাছে আসে; গলা নামিয়ে) কালী, আমি ঘরে যাচ্ছি। তুই ওটাকে বলে দে, আমি বাড়ি নেই।

[ঘরের দিকে পা বাড়ায়; ঠিক সেই সময় গুণধরের প্রবেশ]

গুণধর। লাভ হবে না দাদা; দেখে ফেলেছি। (গুণধর ঈষৎ মত্ত) আচ্ছা, গগনদা, আমি কি বাঘ?

গগন। না, না, তুই বাঘ হতে যাবি কেন?

গুণধর। তাহলে তুমি ওকথা বললে কেন?

গগন। কোন্ কথা ভাই?

গুণধর। ওই যে, কালীকে শিখিয়ে দিলে, আমাকে বলতে যে, তুমি বাড়ি নেই।

গগন। বলেছিলাম বুঝি!···ও তোকে বলিনি গুণধর। তুই আমাকে ডাকলি তো; আর আমি শুনলাম যেন ঠিক সিকদারের গলা। একেবারে এক রকম। তাই না কালী? (কালী হাঁ করে চেয়ে থাকে) সিকদার আমার কাছে গোটা পাঁচেক টাকা পাবে কি না। শোধ দেবার সময় হয়ে গেছে; কিন্তু এখনো দিয়ে উঠতে পারিনি।—তাই ওই কথা বলছিলাম।

গুণধর। মিথ্যে কথা বলে পাওনাদার ভাগাচ্ছিলে?

গগন। কি করি বল! সত্যি বললে তো শুনবে না।

গুণধর। আচ্ছা, আমি যদি কোনদিন তোমার এখানে পাওনাদার হয়ে আসি, আমাকেও এমনি করে ভোগা দেবে?

গগন। হ্যাঃ। তুইও পাওনাদার হয়েছিস, আর আমিও—

গুণধর। ধর, যদি হই কোনদিন?

গগন। তা-ও কি পারি কখনো? তুই আমার ছোট ভাই-এর মত না?

গুণধর। (চটে যায়) বাজে কথা বল না, গগনদা।—ছোট ভাই-এর মত।—তোমরা আমাকে কুকুর বেড়ালের চেয়েও বেশী ঘেন্না কর।

গগন। কে বললে? যাঃ!

গুণধর। আমি যেন বুঝি না।—কিন্তু কেন বলতে পার? আমি তোমাদের কাছে কী এমন অপরাধ করেছি। আমি মদ খাই, আমার হাতটান আছে, আমার অনেক বদনাম, —কিন্তু এজন্যে দায়ী কে?

গগন। কে?

গুণধর। দায়ী আমি। কিন্তু তোমাদেরও কিছু দায়িত্ব ছিল। ছিল না?

গগন। অবাক করছিস গুণধর। তুই ভাল হলি বা মন্দ হলি, সে দায়িত্ব আমাদের? আমরা তোকে মানুষ করেছি?

গুণধর। না, তোমরা না, আমাকে মানুষ করেছে আমার বাবা-মা।··· কিন্তু আমার পনের বছর বয়সের সময় বাবা-মা দুজনেই যখন হঠাৎ করে মরে গেল, তখন তোমরা কেন আমাকে দেখলে না?···দোকানদারী করে বাবা অনেক টাকা জমিয়েছিল। সেই টাকা খরচ করার জন্যে বন্ধু জুটল মেলা। কিন্তু কই, তোমরা তো কেউ এগিয়ে এলে না, বললে না,—ভাই গুণধর, এটা করতে নেই, তোর ভবিষ্যৎ খারাপ হবে, এতে তুই নষ্ট হয়ে যাবি?

গগন। বাঃ। তোর বাপের টাকা তুই খরচ করেছিস,—এতে আমাদের কি বলার থাকতে পারে? আর, বললেই তুই শুনবি কেন?

গুণধর। কেন শুনব না? তোমরা আমার কান ধরে শাসন করতে পার নি? মেরে আমাকে পাট করতে পার নি?···করলে, তখন আমি তোমাদের কথা শুনতাম গগনদা। তখন আমি ছোট ছিলাম তো, মোটে পনেরো-ষোল-সতেরো বছর বয়স।

কিন্তু তোমরা আমাকে পরের ছেলে বলে এড়িয়ে গেলে। তারপর আমি যখন সত্যিই নষ্ট হয়ে গেলাম, তখন তোমরা আমাকে দূর দূর করতে আরম্ভ করলে। আমিও দূরেই রইলাম।···তোমরা আমার কেউ না, গগনদা। আমিও তোমাদের কেউ না।

গগন। এইসব কথা বলার জন্যেই কি তুই এই রাতের বেলা বাড়ি চড়াও হয়েছিস ?

গুণধর। আমায় গোটাকতক টাকা ধার দাও না। বেশী না,—তিনটে কিম্বা চারটে। আমি শোধ করে দেব, ঠাকুরের নামে দিব্যি করছি গগনদা।

গগন। তুই মদ খেয়েছিস ?

গুণধর। তা খেয়েছি। রোজ খাই।—কিন্তু এই টাকা নিয়ে আমি মদ খাব না গগনদা,—তোমার পা ছুঁয়ে হলপ করছি।

গগন। তাহলে টাকা নিয়ে কি করবি ?

গুণধর। পিসী বলছিল, ভাঁড়ার একেবারে খালি, চাল-ডাল কিছু না নিয়ে গেলে এ বেলা হাঁড়ি চড়বে না।

গগন। মদ না-খেয়ে সেই টাকায় চাল-ডাল কিনলেই তো পারতিস।

গুণধর। তা পারতাম। কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেছে যে। সন্ধ্যেবেলা দু-পাত্তর পেটে না পড়লে শরীর ঠিক থাকে না।···কই, দাও না।

গগন। আমার হাতে এখন টাকা নেই গুণধর।

গুণধর। তার মানে তুমি দেবে না ?

গগন। বিশ্বাস কর, সত্যিই আমার হাতে টাকা নেই।

[গুণধর একটুক্ষণ গগনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরায়]

গুণধর। জান গগনদা, আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলাম। (বিড়ি টানতে টানতে) ছোট বেলায় পদ্য পড়তে আমার খুব ভাল লাগত। এখনো অনেক পদ্য আমার মুখস্থ আছে। শুনবে ?

গগন। (বিরক্তি সহকারে) বল।

গুণধর। লাইনগুলোই শুধু মনে আছে। মাষ্টার মশাইরা মানে যা বলে দিয়েছিল,—কিছু মনে নেই। সেই যে, সেই পদ্যটা—

[গুণধর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ডান হাতখানা বুকে রেখে, জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নেয়। আবৃত্তির ভঙ্গীতে]

হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে, জাগ রে ধীরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ॥

দেখেছ !—আচ্ছা, এর মানে কি, তুমি জান গগনদা ?

গগন। গুণধর, রাত্তির হয়েছে। ওদিকে কলকাতায় আবার কি সব গোলমালের খবর শুনলাম। তুই এখন বাড়ী যা।

গুণধর। মুখ্যু ! তুমি কিচ্ছু জান না।

গগন। না, জানি না। তুই এখন যা দেখি।

গুণধর। তাড়িয়ে দিচ্ছ ! বেশ। আমি যাচ্ছি। (হঠাৎ গলার স্বর চড়িয়ে) কিন্তু এইসা দিন নহী রহে গা গগনদা। পিসী বলে, বাবা নাকি অনেককে টাকা ধার দিয়েছিল। সেই সব কাগজ-পত্তরগুলো যদি একবার খুঁজে পাই, তাহলে দেখবে, উপোষ করে আমার দিন কাটবে না। আমি হাওয়াই সার্ট কিনব, প্যাণ্ট পরব, আমি নিজে আবার দোকান খুলে বসব। তোমার কাছে সেদিন আমি ভিক্ষে চাইতে আসব না গগনদা। দরকার হলে তুমিই গিয়ে হাত পেতে দাঁড়িও, আমি তোমাকে টাকা দেব।

[বেড়ার ওপাশে মাসীর গলা পাওয়া যায়]

নেপথ্যে মাসী। ওখানে হল্লা করে কে রে? সেই মাতালটা বুঝি?

গুণধর। এই, খবরদার! মাতাল বলবে না। আমার নাম গুণধর।

[বেড়ার ওপাশে মাসী এসে দাঁড়ায়]

মাসী। ওরে আমার গুণধর! চ্যালাকাঠ পিঠে না-পড়লে শিক্ষা হবে না। ছোটলোকের বেহদ্দ!

গুণধর। আমার বাবা ভাল মানুষ ছিল; গগনদা,—তুমি ওকে বুঝিয়ে বল।

মাসী। (গগনকে) তোমাকে আমি বলে রাখছি বাপু। ঘরে আমার সোমথ মেয়ে, রাত-বিরেতে তোমার এখানে মাতাল-মুদ্দো-ফরাসরা হল্লা করবে,—এ আমি কিছুতেই সইব না।

গগন। তুই বাড়ী যা না, গুণধর।

গুণধর। যাচ্ছি।···পিসীটা বসে আছে। তাকে গিয়ে কি বলব এখন! ···সত্যি তোমার কাছে টাকা নেই, না, গগনদা?

[গগন মাথা নেড়ে জানায়—না। ধীরে ধীরে গুণধরের প্রস্থান]

মাসী। যত বে-আক্কেলে বাউণ্ডুলের আড্ডা হয়েছে এখানে।

[সক্রোধে প্রস্থান]

গগন। এই কালী! গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে পেট ভরবে? রান্নার জোগাড় করতে হবে না? আয়—

[গগন ও কালী আলো নিয়ে ঘরে যায়। ফাঁকা মঞ্চ, আবছা অন্ধকার। একটু পরে পুঁটুলীমত কি একটা বুকের কাছে চেপে ধরে সন্তর্পনে একটি লোক প্রবেশ করে। অন্ধকারে ছায়ার মত দেখায় তাকে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে পুঁটুলীটি দাওয়ার একপাশে রাখে। ঝুঁকে পড়ে কি যেন

দেখে পুঁটুলীর মধ্যে। সরে আসে তফাতে। দু হাত তুলে আকাশের দিকে তাকায়। আবার পুঁটুলীর দিকে এগোয়]

নেপথ্যে গগন। (কালীকে) এতক্ষণে উনুনটা ধরিয়ে রাখলে পারতিস তো। ঘুমিয়েই সময় পান না। (গগনের গলা পেয়ে লোকটি থমকে দাঁড়ায়।) চালে-ডালে চড়িয়ে দে, কালী। আমি দেখে আসি, হলার দোকানে আলু-পেঁয়াজ কিছু পাওয়া যায় কি না।

[বলতে বলতে গগন বাইরে আসে। লোকটি ততক্ষণে ছুটে বেরিয়ে গেছে]

গগন। (কালীর উদ্দেশ্যে) আবার যেন বসে বসে ঢুলতে লাগিস না। (গগন বাইরের দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। দাওয়ার একপাশে সেই পুঁটুলাটা চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে কাছে যায়। ঝুঁকে দেখে।) এটা কি রে!—কালী, শিগ্গীর আলোটা আন্তো।—এই কালী! (কালী আলো নিয়ে বাইরে আসে।) এদিকে আন। (কালী কাছে আসে। ওর হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে গগন ভাল করে ঝুঁকে দেখে। সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ওর মুখ-চোখের ভাব পালটে গেছে।) বাচ্চা!…এলো কোথা থেকে! (গগন চিন্তিত। কালী আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়।) ওদিকে দেখছিস কি? আকাশ থেকে পড়েছে নাকি?

কালী। (মুখ নামিয়ে) নাঃ।

গগন। কিন্তু এল কোথা থেকে!

কালী। (খুশী ভাব) কোলে নেব?

গগন। কোলে নিবি ?···আচ্ছা, তুই আলোটা ধর। (কালীর হাতে লণ্ঠনটা দিয়ে অতি যত্নে পুঁটুলী সমেত বাচ্চাকে কোলে নেয়। কালী লণ্ঠন উঁচু করে চেয়ে চেয়ে দেখে। কালীর চোখে মুখে হাসির ছটা।) একেবারে শিশু রে। কিন্তু এখানে কে রেখে গেল !

কালী। কেউ হবে নিশ্চয়।

গগন। ঠিক। আমরা ঘরে গিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে কেউ এসে এখানে রেখে গেছে।—আঃ, আলোটা নামা না। ওর চোখে লাগছে না ?

[কালী লণ্ঠনটা দাওয়ার একপাশে রেখে আসে]

কালী। আমি একটু কোলে নেব ?

গগন। নিবি, নিবি। কিন্তু এটাকে নিয়ে এখন কি করি !

কালী। ঘরে নিয়ে চল।

গগন ! ঘরে নিয়ে চল ! বললেই হল !—কার না কার ছেলে, কি জাত—হিঁদু না মোছলমান,—কিচ্ছু জানা নেই, অমনি ঘরে নিয়ে গেলেই হল !—তার চেয়ে এক কাজ করি আয়; ওকে থানায় দিয়ে আসি।

কালী। হিম লাগছে।

গগন। অ্যাঁঃ ! হ্যাঁ। এই, ন্যাকড়াটা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেতো। (হঠাৎ বুঝতে পারে।) না রে, এটা ভিজিয়ে ফেলেছে।

কালী। সর্দি বসবে।

গগন। সর্দি বসবে তো এখানে দাঁড়িয়ে বক্তিমে না-করে ভেতর থেকে একটা কিছু নিয়ে এস না। (কালী ছুটে ঘরে যায়।) দড়িতে আমার কাপড়টা আছে; ভাঁজ করাই আছে। তাড়াতাড়ি আন।

[কালী ভাঁজ করা কাপড় নিয়ে আসে। ন্যাকড়া পালটাতে দুজনে হিমসিম খেয়ে যায়—পাছে বাচ্চার ব্যথা লাগে। শেষ পর্য্যন্ত গগনের ভাঁজ করা কাপড়ে বাচ্চাটাকে মুড়ে আবার গগন ভাবতে শুরু করে]

কালী। (পুরনো ন্যাকড়াটা হাতে নিয়ে) এটা আজ রাতেই ধুয়ে শুকোতে দিতে হবে। (ন্যাকড়াটা দাওয়ায় রেখে আসে।) এইবার আমাকে একটু কোলে নিতে দেবে? আমার হাতে ময়লা নেই; দেখ—

গগন। (যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে) আচ্ছা, নে।

[কালী বাচ্চাকে কোলে পেয়ে মহা খুশী। ডু-ডু শব্দ করে বাচ্চাকে দোলাতে থাকে]

কালী। কেমন ফর্সা রঙ দেখেছ?

গগন। হ্যাঁ।

কালী। আর নাকটা—

গগন। তুই থাম তো। আমাকে ভাবতে দে। (চিন্তিত) তাহলে এখান থেকে থানাটা হল গিয়ে দেড় মাইল। যেতে-আসতে এক ঘণ্টা। তারপর থানায় কোন্ না এক-দু ঘণ্টা লাগবে! তার মানে এটাকে জমা দিয়ে ফিরে আসতে রাত কাবার।—তাছাড়া একা বেরোনও বোধহয় ঠিক হবে না। দাঙ্গা না হয় না-ই হল, কিন্তু খুন জখমও তো—। এই কালী! (দেখে, কালী বাচ্চা নিয়ে উঠনময় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।) আঃ কাছে আয় না।

কালী। (দূর থেকেই) বল।

গগন। বলছিলাম, থানায় তো সেপাই-শান্ত্রী ছাড়া মেয়েছেলে কেউ থাকে না।

কালী। থানায় আবার মেয়েছেলে আসবে কোত্থেকে ?

গগন। তাহলে ওকে দেখবে কে ?

কালী। কেউ দেখবে না।

গগন। না বাবা, ওইসব মোচওয়ালা পাঁট্টা জোয়ানদের হাতে আমি এই দুধের বাচ্চাকে রেখে আসতে পারবো না। ওদের দেখলে আমারই কেমন হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যায়।

কালী। হিম পড়ছে। একে নিয়ে ঘরে যাব ?

গগন। দাঁড়া না বাপু। কি ব্যবস্থা করা যায়, একটা আলোচনা করে ঠিক করা দরকার না ? তোর খালি ঘরে যাওয়ার তাল।

কালী। বল।

গগন। আচ্ছা, ভবেশবাবুকে বললে হয় না ? ওর ঘরে যদি—

কালী। ওর বুড়ি পিসী চোখে দেখে না। দুধ খাওয়াতে গিয়ে চুনের জল খাইয়ে দেবে।

গগন। হুঁ। তাহলে নব ?

কালী। ওর মা বড় দজ্জাল।

গগন। কিন্তু থানাওলারা নিজের কাজ করেই সময় পায় না। তার ওপর এই কচি শিশু—

কালী। তার ওপর ওইসব পাট্টা জোয়ান—

গগন। তাহলে এক কাজ করি চল ; ওকে আর কেউ যেমন এই বাড়িতে রেখে গেছে, আমরাও তেমনি চুপিচুপি গিয়ে আর কারুর বাড়ির দরজায় অমনি করে রেখে আসি।

কালী। (বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে) রাত্তির বেলা। শেয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।

গগন। তোর যতসব অলক্ষুনে কথা। আমি কি—

কালী। ঠিক সময়ে তোমার নজরে না-পড়লে এখান থেকেও শেয়াল-কুকুরে নিয়ে যেতে পারত।

গগন। ফের!—বলেছি একটা কথা···আমি যেন সত্যি সত্যিই তাই করতে চলেছি।

কালী। আঙুল চুষছে গো।

গগন। অ্যাঃ! তাহলে ক্ষিদে পেয়েছে বল। আহা রে!—কিন্তু এখন দুধ কোথায় পাই?

কালী। তাড়াতাড়ি চল থানায় দিয়ে আসি। ঝামেলা মিটে যাক।

গগন। বাঃ! কী বুদ্ধি! থানায় যেন দুধের ব্যবসা খুলে বসেছে।—এই রাত্তিরে ওরাই বা দুধ কোথায় পাবে শুনি।

কালী। মাসীকে বল না।

গগন। মাসী! (ভাবে) গ্যাখ্ কালী, আমি চাই না যে, এই বাচ্চার ব্যাপারটা জানাজানি হয়; কারণ...কী দরকার! নানান জনে নানান কথা তুলতে পারে। আমার সম্পর্কে আজেবাজে সন্দেহ হওয়াও বিচিত্র নয়।—হাঁ করে দেখছিস কি? বল, ঠিক বলছি কি না।

কালী। ঠিক।

গগন। আজ রাতটা আমরা বরং একে নিয়ে কাটিয়ে দি। কাল সকালে উঠে যা-হয় ব্যবস্থা করা যাবে'খন। যদি থানায় দিয়ে আসতে হয়, না-হয় তাই দেওয়া যাবে। কিন্তু এই রাত্তিরে—

কালী। বুঝেছি।

গগন। তাহলে মাসীকে ডাকি?

কালী। আমি তো তাই বললাম।

গগন। তুই ওকে নিয়ে ঘরে যা। আর দরজাটা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দে। যাঃ। (কালী বাচ্চাকে নিয়ে দাওয়ায়

ওঠে) চুপচাপ বসে থাকবি ; সাড়াশব্দ দিসনি যেন। যাঃ।

[কালীর অন্দরে প্রস্থান। কালী ভিতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দেয়। গগন বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

গগন। মাসী! মাসী!

নেপথ্যে মাসী। কে র‍্যা ?

গগন। আমি গগন।

নেপথ্যে মাসী। কি চাই ?

গগন। একবার বাইরে এসো না ; কথা আছে।

[একটু পরে মাসীর প্রবেশ]

মাসী। কি, বল তাড়াতাড়ি।

গগন। (ইতস্তত করে) বলছিলাম, এই···মাসী তোমাদের খাওয়া হয়ে গেছে ?

মাসী। না। কেন ?

গগন। বড় মুস্কিলে পড়েছি। রাত্তির হয়ে গেছে ; এখন কোথায় বা পাই ! অথচ বেচারী এমনিতেই যা দুব্‌লা। শুধু বার্লি—

[থেমে যায়]

মাসী। ভণিতা ছেড়ে আসল কথাটা বল দেখি।

গগন। বলছিলাম, সন্ধ্যে থেকে কালীটার জ্বর-ভাব। বার্লি একটু জোগাড় করেছি ; কিন্তু শুধু বার্লি হারামজাদা কিছুতে খেতে চাইছে না ; বলে, বমি আসে।

মাসী। জ্বর-ভাব হয়েছে ; —শুধু বার্লি খাবে না তো কি বাবুকে মাংস পোলাও এনে দিতে হবে নাকি ?

গগন। দুধ নেই ?

মাসী। দুধ !

গগন। হ্যাঁ। ওই বার্লির সঙ্গে একটু মিশিয়ে দিতাম।

[মাসী গগনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি ভাবে]

মাসী। দাঁড়াও দেখছি।

[মাসীর প্রস্থান। গগন ছেলেমানুষের মত খুশীতে নেচে ওঠে। ছুটে আসে বন্ধ দরজার কাছে]

গগন। কালী, পেয়েছি রে। মাসী বলেছে, দেখছি। তার মানে নিশ্চয় দুধ পাঠিয়ে দেবে।

[দ্রুত রাখালের প্রবেশ]

রাখাল। গগন!

[গগন চট্ করে দরজার কাছ থেকে উঠনে নেমে আসে]

গগন। মাষ্টারমশাই, এত রাত্রে! কি ব্যাপার! কোন গোলমাল নেই তো?

রাখাল। না। আমি এসেছি অন্য কাজে।—গুণধর এসেছিল?

গগন। গুণধর? হ্যাঁ; কিন্তু সে তো অনেক আগে। কেন, কি হয়েছে?

[রাখাল ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসে]

রাখাল। আর ব্যাপার।…কিন্তু এ কেমনধারা কাণ্ড ভাই! ভদ্রবেশী ইয়ং ম্যান্ যদি এই ধরনের চুরী-চামারী শুরু করে, তবে তো প্রাণ বাঁচানো দায়।

গগন। কি হয়েছে, খুলে বলুন তো।

রাখাল। আর 'কি হয়েছে'।…দাওয়ায় বসে ছেলেটাকে পড়াচ্ছি। ছোট মেয়েটা পাশে বসে একা একা খেলা করছে। এমন সময় গুণধর এসে বলল, 'খুকু তুমি কী করছ?' মেয়েটা

বলল, 'খেলা করছি, দেখতে পাচ্ছ না?' বয়সে অতটুকু হলে কি হবে, মেয়েটা আমার, কথায় খুব চটপটে তো।—তারপর আমি আর খেয়াল করি নি। ওরা দুটিতে সমবয়সীর মতন অনেকক্ষণ বসে খেলা করল। তারপর একসময় গুণধর আমাকে বলল, 'চলি মাষ্টারমশাই।'

গগন। তারপর?

রাখাল। খেতে বসেছি, এমন সময় গিন্নী হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করে দিলে, 'খুকুর কানের দুল?'—সে কি! চেয়ে দেখি, সত্যিই ওর কানে দুল নেই।…বল দেখি, এই ভাবে যদি আমাদের ওপরে হাত সাফাই শুরু করে, আমরা বাঁচি কেমন করে?

গগন। তারপর কি হল?

রাখাল। কি আর হবে! গুণধরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গগন। আপনি সিকদারের ওখানে গিয়েছিলেন?

রাখাল। কে, স্যাঁকরা সিকদার?

গগন। হ্যাঁ। ওর কাছে চলে যান। আপনার দুল ফেরৎ পেলেও পেতে পারেন।

রাখাল। (ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ায়) তাই যাই।…খালি হাতে বাড়ী ফিরলে গিন্নী আর বলতে কিছু বাকী রাখবে না। —কী বিশ্রী বল দেখি।

গগন। সত্যি। ছোঁড়াটা একেবারে গোল্লায় গেছে।

রাখাল। আর গোল্লায়।…যাই—

[রাখালের প্রস্থান। বেড়ার ওপাশে দুধের বাটি হাতে নিয়ে আলো এসে দাঁড়িয়েছিল]

আলো। দুধ।

গগন। অ্যাঃ! ও, দুধ? দাও। গরম করে এনেছিস তো?

[হাত বাড়িয়ে দুধের বাটি নেয়]

আলো। আঃ, আস্তে। চলকে যাবে যে।

গগন। ঠিক আছে। তুই যা।

আলো। দুধ কে খাবে গগন দা!

গগন। কেন, কালী। বললাম না মাসীকে।

আলো। কালীর জ্বর হয়েছে বুঝি?

গগন। হ্যাঁ: বোধহয় ইনফ্লুয়েন্‌জর।...দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা না।

আলো। তুমি যাও না।

গগন। যাই, অ্যাঁ!

[গগন দাওয়ায় উঠে একবার আলোর দিকে ফিরে তাকায়। দেখে, আলো চলে যাচ্ছে। গগন নিশ্চিন্ত হয়]

গগন। (কালীর উদ্দেশ্যে) কালী, এনেছি রে। গরম আছে। (গগন ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দেয় ভিতর থেকে। গগন ও কালী বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। ওদের দুজনের টুকরো কথা, যেমন—'চামচে নেই বলে কি ওর খাওয়া বন্ধ থাকবে না কি? ছোট হাতাটা নিয়ে আয় না।' —'আঃ, দেখিস, পড়ে যায় না যেন। অনেক কষ্টের সংগ্রহ।'—'তুমি ওকে কোলে নিয়ে বস। আস্তে। এ—ই। খেয়েছে। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল গো।—' ইত্যাদি। বোঝা যায়, অনভ্যস্ত ওরা, একাজে ওদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। এদিকে গগন ঘরে যেতেই আলো আবার ফিরে আসে। পা টিপে টিপে দাওয়ায় ওঠে,

দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করে। দেখে থমথমেভাব নিয়ে উঠুনে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ দরজা খুলে গগন বেরিয়ে আসে।]

গগন। কে ওখানে ?

আলো। আমি।

গগন। আলো !—তুই এখানে কী করছিস ?

আলো। ওই বাচ্চাটা কার গগন দা ?

গগন। বাচ্চা ! কোথায় বাচ্চা !

আলো। ভেতরে কি সব কথা বলছিলে যে !

গগন। কালীটা না, কিছুতে খাবে না। বলে, বার্লির গন্ধে নাকি ওর বমি আসে।

আলো। আর বাচ্চাটা ?

গগন। তুই তাহলে দেখেছিস সব। (হঠাৎ হেসে ফেলে) ওটা না·· আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

[আলো কঠিনদৃষ্টিতে ঘুরে তাকায় গগনের দিকে]

আলো। কুড়িয়ে পেয়েছ ! কোথায় ?

গগন। (ইতস্ততঃ করে) এই তো, এইখানে। এই দাওয়ায়।—বিশ্বাস করছিস না ?—এই একটু আগে। কে যেন এখানে রেখে গেছে। আমি ওইদিকে যেতেই দেখি—

আলো। আমাকে এমন করে ঠকিয়ে তোমার কী লাভ হল গগনদা ? আমি তো—

[আর বলতে পারে না,—কান্না পায়। চাপা কান্না বুকে নিয়ে আলোর দ্রুত প্রস্থান। গগন একবার বোকার মত হাসে। সেই দিকে চেয়ে থাকে। গুণধরের প্রবেশ]

গুণধর। (ঈষৎ মত্ত) গগনদা! (গগন গুণধরের দিকে চেয়ে) আমার খোঁজে রাখাল মাষ্টার তোমার এখানে এসেছিল, না?

গগন। হ্যাঁ, তুই ওর মেয়ের কানের দুল চুরী করে পালিয়েছিস?

গুণধর। পালাইনি তো। আমি তো সিকদারের ওখানে গিয়েছিলাম। একদম ঝুটা মাল; গিল্টি করা।

গগন। রাখাল মাষ্টার এবার তোকে পুলিশে দেবে জানিস?

গুণধর। (বুক পকেট থেকে দুল দুটি বের করে গগনের হাতে দেয়) তার আগেই মাষ্টারকে তুমি এ'দুটো ফেরত দিয়ে এস দাদা।··· দেখ না, দেখ; একেবারে সোনার মত চক্‌চক্ করছে। কিন্তু ভেতরে কিছু নেই,—তামা। (গগন দুল দুটি হাতে নিয়ে আলো যেদিকে গেছে সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।) সেই সন্ধ্যে থেকে এত চেষ্টা করেও আমি দুটো-তিনটে টাকা সত্যিই জোগাড় করতে পারলাম না, গগনদা। পিসীটা বসে আছে। থাক; বসেই থাক। চলি—

[গুণধরের প্রস্থান। গগন তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে]

* পর্দা *

দুই

[পরদিন সকালবেলা। দৃশ্যসজ্জা একই। গগন মাসীর বাড়ীর দিকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করছে]

গগন। আমারও বাপ-মা ছিল। তাদের ছোটলোক বলতে কেউ কোনদিন সাহস পায়নি। —কী এমন করেছি আমি যে, এইসব কথা আমাকে শুনতে হবে ?

কালী। দাদা, চুপ কর।

গগন। (ধমক দেয়) তুই যা এখান থেকে। —বলি, আমার বাড়িতে আমার বন্ধুরা আসবে না তো কে আসবে শুনি ?

কালী। দাদা !

গগন। (কালীকে) তারা কেউ চোর-গুণ্ডা-বদমাস নয়। আর হয়ই যদি চোর-গুণ্ডা, তাহলেই বা কার কি বলার আছে ? তারা আসে আমার বাড়ীতে ; আর কারুর বাড়ীতে তো যায় না।

[নবর প্রবেশ]

নব। কি ব্যাপার, গগন ! এই সাত-সকালে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছিস,—কি হয়েছে ?

গগন। আর বলিস না, ভাই। বাপ-ঠাকুরদা যে কেন মরতে এইখানে বাড়ী করেছিল ! চব্বিশ ঘণ্টা জলে মলুম।

নব। সত্যি। তোর বাপ-ঠাকুরদার ভারী অন্যায়। কেন যে এইখানে বাড়ি করতে গিয়েছিল। অন্য কোথাও করলেই তো হত।

গগন। তবে!

নব। কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো।

গগন। তোমরা আর বাপু আমার এখানে কেউ এসো না। গ্রাম-সম্পর্কে এক মাসী পেয়েছি; তেনার ভারী আপত্তি।

নব। ল্যাও! কি হয়েছে, পষ্ট করে বলবি তো।

গগন। আমি বলতে পারব না। কালীকে জিজ্ঞেস কর।

নব। (কালীকে) কি হয়েছে রে?

কালী। (আঙুল দিয়ে নিজের মাথায় টোকা দিয়ে ঠোঁট উল্‌টে চাপা কণ্ঠে) দাদা ভীষণ রেগে গেছে।

নব। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন?

গগন। (লাফ দিয়ে তেড়ে আসে) কেন আবার কি! অ্যাঁঃ, কেন কি?

নব। (এক পা পিছিয়ে) মারবি নাকি?

গগন। আমার বাড়ীতে যারা আসে, তারা কি সব চোর-ছ্যাঁচোর?

নব। কে বলেছে?

গগন। কে আবার বলবে! যার বলার মুখ আছে, তিনিই বলেছেন।

কালী। (নবর কানের কাছে মুখ এনে) মাসী।

গগন। আমিও বলে দিয়েছি, ওরা আমার এখানে রোজ আসবে, নিশ্চই আসবে। কারুর ক্ষ্যামতা থাকে তো ঠেকাক। (নবর মুখের কাছে আঙুল নেড়ে) তোমাকে এই বলে রাখছি নব,—ওঁর কথা শুনে তোমরা যদি এখানে আসা বন্ধ কর, তাহলে আমি তোমাদের বাড়ী চড়াও হয়ে একটা একটা করে ঠ্যাং ভেঙে রেখে আসব।

নব। পারবি?

গগন। (ঢোঁক গেলে) না, পারবে না! দেখে নিস্।···আচ্ছা, তুই বল—

[বেড়ার ওপাশে মাসীকে দেখে গগন থেমে যায়। মাসীর হাতে চ্যালাকাঠ। মাসী বেড়ার এপাশে গগনের উঠনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। গগন-কালী-নব একপাশে ঘন হয়ে দাঁড়ায়,—ঈষৎ ভীত।]

মাসী। এই আমি এইখানে দাঁড়ালাম। এইবার যদি কারুর কিছু বলার থাকে তো বলুক। (কেউ কোন সাড়া শব্দ করে না; চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।) কই, বীরপুরুষের মুখে কথা নেই কেন? (এবারও এরা চুপচাপ) এই কালী! তোর ঘোড়ার মত দাদাকে জিজ্ঞেস কর, তার কি সব কথা বলা হয়ে গেছে?

গগন। (নবর পিছন থেকে মাসীর দিকে হাত বাড়িয়ে) খবরদার! আমাকে ঘোড়া বলবে না।

মাসী। ঘোড়া না, গাধা। কালী, তোর গাধার মত দাদাটাকে জিজ্ঞেস কর, সকাল থেকে অমন হাম্বা-হাম্বা করে চেল্লাছে কেন? গরু!

গগন। (নবর আড়াল থেকে) ভাল হবে না বলছি।

মাসী। (তেড়ে যায়) তবে রে! যত বড় মানুষ না, তত বড় গলা।

[গগন পালাতে যায়। নব মাসীকে বাধা দেয়]

নব। মাসী, তোমার পায়ে পড়ি; এই বয়সে আর গায়ে হাত তুলো না, বেচারী ভারী লজ্জা পাবে।

মাসী। তবে চেল্লাচ্ছে কেন?

নব। আমি দেখছি। তুমি বস তো এখানে।

[মাসীকে ধরে দাওয়ার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। দু-পা গিয়ে মাসী হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়]

মাসী। না, বসব না।

নব। তবে ওটা আমার হাতে দাও, রেখে আসি। লোকে দেখলে বলবে কি!

[মাসীর হাত থেকে চ্যালাকাঠ নিয়ে নব বেড়ার ওপাশে রেখে আসে]

এইবার মাথা ঠাণ্ডা করে বল তো, কি হয়েছে।

মাসী। আমি কী বলব! ওকেই জিজ্ঞেস কর।

নব। (গগনকে) কি রে!

গগন। আমি জানি না। কালীকে জিজ্ঞেস কর।

নব। (রেগে) আমি কালীকে জিজ্ঞেস করব না; তোকেই বলতে হবে। এ কি খেলা পেয়েছ নাকি? সক্কাল বেলা, কাক-পক্ষীর এখনো ভাল করে ঘুম ভাঙেনি,—আর তোমরা দুজনে পাড়া মাথায় করে তুলেছ। এয়ার্কি!—বল্, কি হয়েছে।

গগন। কেন, উনিও তো বলতে পারেন।

নব। না, পারেন না। তোকেই বলতে হবে।

[গগন মুখ ভার করে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে]

গগন। (অভিমানের সুরে) আমার বাড়ীতে নাকি সব চোর-জোচ্চোর-বদমাসের আনাগোনা। আমিও নাকি ওদের দলে মিশে—। কেন, আমি যে সজ্ঞানে কোনদিন কোন পাপ কাজ করি নি, এতকাল পাশাপাশি বাস করেও কি উনি সেটা জানেন না?

[মাসী নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়]

নব। মাসী, তুমি যেও না; শোন—(নব মাসীর পথ আগলে দাঁড়ায়।) তুমি বল। ও যদি কিছু অন্যায় করে থাকে, আমরা সবাই মিলে ওকে সাজা দেব।

মাসী। (একটুক্ষণ নবর মুখের দিকে চেয়ে থাকে) ও আমাদের ঠকিয়েছে, নব।

নব। ঠকিয়েছে!

মাসী। এতকাল মিথ্যে কথা বলে তোদের আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে।...কাল রাত্রে সেটা বুঝতে পেরে আমার খুব রাগ হয়েছিল জানিস। তাই সকালে উঠে তোদের নামে ওইসব 'বলে হাল্‌কা হতে চেয়েছিলাম। (নবর মাথায় হাত রাখে) কিছু মনে করিস না বাবা। আমার মাথার ঠিক নেই। আমার অনেক সাধ ছিল যে—(মাসী যেন উদ্‌গত অশ্রু সম্বরণ করে) যাই।

[মাসী পা বাড়ায়]

গগন। (ওপাশ থেকে) দাঁড়াও মাসী। (গগন মাসীর সামনে এসে দাঁড়ায়) তুমি এই মাত্তর যা বললে, ওই কথাগুলো আবার বল তো।

মাসী। (বিচিত্র হাসি) বলে আর কী হবে বাবা! তুই সুখে থাক। এতকাল পরে যাকে বুকের কাছে পেয়েছিস, সেই সাত-রাজার-ধন তোর এক মানিক—বড় হোক, মানুষ হোক।...কিন্তু এমন আনন্দের কথা আমরা জানলে তোর কোন ক্ষতি হত না, গগন। লুকো-ছাপা করলি কেন?

গগন। (কি যেন আবিষ্কার করেছে) কালী।...মাসী, তুমি কি ওই—(নিজের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ওই বাচ্চাটার কথা বলছ? (মাসী জবাব দেয়'না। গগন কি বুঝে উচ্ছাসভরে ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে দুবার চক্কর খায়) আ—। কালী! আমি ঠিক আন্দাজ করেছি, মাসী ওইরকম একটা

কিছু ভেবে বসে আছে। (সহাস্যে) ও আমার ছেলে নয় মাসী ; কুড়িয়ে পাওয়া।

নব। (গগনের হাত ধরে) এই বাঁদর! ছেলে কখনো কেউ কুড়িয়ে পায় ?

গগন। নিশ্চয়ই পায়।

নব। এক চড় লাগাবো এইবার।

গগন। বাঃ! আমি পেলাম না! এইখানে ; কাল রাত্রে!

নব। কোথায় ?

গগন। এই দাওয়ায়! কে যেন রেখে গিয়েছিল।

নব। আর তুই কুড়িয়ে পেলি ?

গগন। নিশ্চয়।

নব। বারে গগন! বেশ অ্যাক্‌টো করতে শিখেছিস তো। মুখে একটু বাধছে না!

গগন। কালীকে জিজ্ঞেস কর না।

নব। (কালীকে) কালী!

কালী। আমি ঘরে গিয়েছিলাম। দাদাও ঘরে গিয়েছিল। দাদা বললে, তুই চালে-ডালে চড়িয়ে দে, আমি কিছু আলু-পেঁয়াজ পাওয়া যায় কি না, দেখে আসি। এই বলে দাদা বাইরে গেল। একটু পরে দাদা ডাকল, 'কালী, শোন।' গিয়ে দেখি, বাচ্চা।

নব। কার বাচ্চা ?

কালী। তা তো জানি না।

গগন। জানিস না মানে! ও যে আমাদের কেউ নয় - তুই জানিস না ?

নব। তুই বাইরের কাউকে দেখিস নি ?

কালী। (মাথা নেড়ে) না।

নব। হুঁ ; বুঝলাম।

গগন। কী বুঝলি ?

নব। কী দরকার ছিল গগন! তুই বিয়ে করেছিস; তোর বউ আছে, ছেলে আছে,—এগুলো কি কিছু তুচ্ছ কথা ?...কিন্তু হ্যাঁরে, আমাদের কাউকে কিছু না-জানিয়ে চুপি চুপি বিয়েটা তুই করলি কবে ?

গগন। (জোর দিয়ে) না। আমি বিয়ে করি নি, মাসী। ও আমার ছেলে নয়।

নব। তোর ছেলে নয় তো কি তোর ঘরে আকাশ থেকে নেমে এল ?

গগন। না ; কিন্তু—

মাসী। আমি যাই নব।

[মাসী ধীরে ধীরে বেড়ার ওপাশে প্রস্থান]

গগন। নব, তোর হাত ধরে বলছি, তুই বিশ্বাস কর। আমার মরা বাপমায়ের নামে দিব্যি করছি—

নব। চুপ কর গগন ; মরা-মানুষের নাম নিয়ে বাজে কথা বলতে নেই।

গগন। তার মানে! তুইও শেষে—

নব। (হেসে ফেলে) ভালই তো। এতখানি বয়েস হয়েছে,—ঘরে বউ-ছেলে থাকবে, তবেই না সংসার। কোথায়, বৌদি ? না 'বৌমা' বলব ?

[গগন গুম্ হয়ে বসে থাকে]

মজা মন্দ না। শালা কাউকে কিছু না-জানিয়ে কবে কোথায় বিয়ে করে এলি, কবে ছেলে হল···বেশ !—গগন, একটা কথা বলবি ? (গগন মুখ তুলে তাকায়) বৌ···মানে বৌদি··· (ইতস্ততঃ করে) উনি ভাল আছেন তো ?

গগন। (ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়) বুঝলাম না।

নব। বলছি—খবর সব ভাল তো?

গগন। (লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার করে) হ্যাঁ। খবর সব খুব ভাল। আমার একটা না, দশটা বউ। সবাই খুব ভাল আছে। আমার গণ্ডা-গণ্ডা ছেলেমেয়ে, এখানে সেখানে চরে বেড়াচ্ছে, এইবার সব বাপের কাছে ফিরে আসবে। বুঝতে পেরেছ?

নব। (সহাস্যে) গোপন করতে কে বলেছিল বাপু? আর, জানাজানি যখন হয়েই গেল, এই নিয়ে এত দাপাদাপিই বা করা কেন?—যাও, এবারে আর শ্বশুর বাড়ীতে ফেলে না-রেখে একটা ভাল দিন দেখে, নিয়ে এস; তারপর সাজিয়ে সংসার কর।

গগন। তুই বললি?

নব। আমি কেন, সবাই এই কথা বলবে।

গগন। (তেড়ে যায়) বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমরা কেউ আর এ বাড়ীতে আসবে না।—বাণী বিতরণ করতে এসেছে।—খবরদার বলে রাখছি, ফের যদি এ বাড়ির উঠুনে পা দিয়েছ তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

নব। (সহাস্যে) আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন।...ওরে কালী, বাচ্চাটার দিকে একটু নজর রাখিস। না-খাইয়ে রাখিস নি বাপু, আর যাই কর। (গগনকে) ব্যাপারটা বেশ গল্প-গল্প লাগছে। পরে এসে শুনব'খন। (গাল ধরে) আর কেন? এবারে মুখে একটু হাসি ফোটাও বাবা।

গগন। যাঃ যাঃ।

[ঠেলা দিয়ে হাত সরিয়ে দেয়। গুণগুণ করে গাইতে গাইতে নবর প্রস্থান।]

এই তোকে বলে রাখছি কালী, ফের যদি ওরা কেউ এ বাড়িতে আসে, (কালী ঘরে যায়) তাহলে আমি একটাকেও আস্ত রাখব না ; সব কটার মাথা ভাঙব।

[বেড়ার ওপাশে আলো এসে দাঁড়ায়]

আলো। কালী!

নেপথ্যে কালী। যাই।

গগন। •আলো! (আলো সাড়া দেয় না। গগন কাছে যায়।) সাড়া দিচ্ছিস না যে ?

আলো। (গম্ভীর) বল।

গগন। এদিকে আয়। (আলো কি ভাবে। ওর ঘরের দিকটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। তারপর বেড়ার এপাশে এসে দাঁড়ায়। গগনের কণ্ঠে অন্তরঙ্গভাব।) আচ্ছা, তুই বল আলো, এই সাত সকালে মাসী যে হুজ্জুতটা বাধিয়ে গেল,—এর কোন মানে হয়!

আলো। (যেন গগনের কথা ওর কানে যায়নি) কি হল কালী, আমি তোকে ডাকলাম যে।

গগন। কত করে বললাম,—তুমি ভুল করছ মাসী, ও আমার কেউ নয় ; কাল রাত্রে সত্যিই ওকে—(দাওয়া দেখিয়ে) ওইখানটায় কুড়িয়ে পেয়েছি ;—তা আমার কথা কিছুতে বিশ্বাস করল না। আচ্ছা, তুই বল, আমার যদি সত্যিই বউ-ছেলে থাকবে, তাহলে সে-কথা লুকিয়ে রেখে আমার কী লাভ! (আলো ঘাড় ফিরিয়ে গগনের দিকে কঠিনদৃষ্টিতে তাকায়) আমার বউ-থাকতে আমি আবার বিয়ে করতে চাইব, আমাকে কি এত বড় নীচ মনে করিস তোরা ?

[ঘর থেকে কালী বাইরে আসে]

কালী। ন্যাকড়াটা পালটে দিয়ে এলাম, আলোদি।—কাল রাত্তিরে

ভাল করে দেখতে পাইনি। যা রঙ না! আর চোখ মেলে চুক্‌চুক্ করে আঙুল চুষছে। এই টুকটুকু আঙুলগুলো।··· দাদা, ওর বোধহয় আবার ক্ষিদে পেয়েছে।

আলো। তুই আমার সঙ্গে আয় কালী।

[আলো বেড়ার দিকে পা বাড়ায়। কালী ওর পিছু নেয়]

গগন। (পিছন থেকে) আমায় কিছু বলে গেলি না আলো!

[আলো ফিরে তাকায় না। কালীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেড়ার ওপাশে অদৃশ্য হয়। গগন তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে কালীর প্রবেশ। ওর এক হাতে দুধের বাটি, অন্য হাতে কিছু পুরানো কাপড়। কালী কথা বলতে বলতে ঢোকে।]

কালী। মাসী বলল, দিনু-গোয়ালার কাছ থেকে আধসের করে দুধ রোজ করতে। আর এই দুধটা এখুনি খাইয়ে দিতে বললে। গরম করে রেখেছিল। দেখ—

[গগনের সামনে দুধের বাটি তুলে ধরতে গগন ঝট্‌কা দিয়ে দুধের বাটি ফেলে দেয়। ঝন্ ঝন্ শব্দে দুধের বাটি মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যায় ওপাশে। শব্দ শুনে মাসী ও আলো বেড়ার ওপাশে এসে দাঁড়ায়। কালী হতবাক]

গগন। ছেলে যখন আমাদের, আমরাই তাকে মানুষ করতে পারব, কালী। পরের দয়ায় আমাদের দরকার নেই।

[গগন বাইরের দিকে যায়। উঠনে দুধ ছিটিয়ে রয়েছে—কালী করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে।

ওর চোখে-মুখে কান্নার ভাব স্পষ্ট হয়। কালী ধীরে ধীরে ঘরে যায়।]

মাসী। (আকাশের দিকে মুখ তুলে জোড় হাত কপালে ঠেকায়) রক্ষে কর ঠাকুর। দুধের বাছাকে আর এমন করে কষ্ট দিও না।—আয় আলো।

[মাসী ও আলোর প্রস্থান। একটুক্ষণ মঞ্চ ফাঁকা।—সোরগোল করতে করতে ভবেশবাবুর প্রবেশ।]

ভবেশ। কই রে গগন, মিঠাই আনিয়ে রেখেছিস তো! দু প্রস্থ,—এক প্রস্থ বিয়ের; আর এক প্রস্থ ছেলের।···কই, কেউ তো নেই দেখছি।...কোথায় গেলি রে, গগন! (কালী বাইরে আসে।)

কালী। বোধহয় বাজারের দিকে গেছে।

ভবেশ। তা যাক। হ্যাঁ রে, ছেলে না মেয়ে? নবটা ভাল করে বলতেও পারল না। চল, দেখে আসি।

[দুজনে ঘরে যায়। ভিতর থেকে ভবেশবাবুর গলা শোনা যায়, কিন্তু কি বলছে—বোঝা যায় না। এদিকে—খালি গা, হাঁটুর উপর কাপড়,—একটি লোক প্রবেশ করে; গগনের ঘরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভবেশ ও কালী ঘর থেকে বাইরে আসে।]

হ্যাঁরে, তোর বৌদি কোথায়? মানে, গগনের বউ?

কালী। জানি না তো।

ভবেশ। সে কি রে! তাহলে এই দুধের বাচ্চাকে দেখবে কে?

কালী। দাদা বলেছে, আমরাই দেখব।

ভবেশ। তাহলে তোর বৌদি শিগ্‌গীরই আসছে বল।···কিন্তু ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিল, মা রইল অন্যখানে,—এ কেমনধারা ব্যাপার?

কালী। তা তো জানি না?

ভবেশ। তাও জান না? হাঁদারাম, তুমি—(হঠাৎ লোকটির দিকে নজর যায়; ভুরু কুঁচকে দেখে নেয়) তুমি কে?···আগে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

লোকটি। আজ্ঞে···আমি—অনন্ত। অনন্ত বাউরী।

ভবেশ। অনন্ত বাউরী। উঁহু, নাম শুনিনি। কোথায় থাকা হয়?

অনন্ত। আজ্ঞে—ওই ইসলামপুরে। এখান থেকে তিন কোশ পথ।

ভবেশ। তা তিন কোশ পথ পেরিয়ে এখানে আসার হেতুটা কি?

অনন্ত। এই—এসে গেলাম।···ওই দিকে ওই দেবীগাঁয়ে আমার সম্বন্ধী থাকে কি না, তার ওখানে যাচ্ছিলাম। তেষ্টা পেয়েছিল। একটু জল পাব?

[ভবেশ অনন্তকে লক্ষ্য করে।]

ভবেশ। হুঁ, পাবে বৈকী!—ওরে কালী, এক ঘটি জল এনে দে।

অনন্ত। (ইতস্তত করে) এইটা বুঝি আপনার বাড়ি?

ভবেশ। না। এটা গগন মাইতির বাড়ি।

অনন্ত। উনি নেই?

ভবেশ। কে?

অনন্ত। ওই যে বললেন, গগন মাইতি?

ভবেশ। না। (কালীকে) কোথায় গেছে বললি?···হ্যাঁ, বাজারে গেছে।

[কালী জল এনে দেয়। অনন্ত জল খায়।]

অনন্ত। এখানে একটু বসব?

ভবেশ। বসবে? বস।

[গগনের প্রবেশ। ওর হাতে একটা মাটির ঘড়া।]

গগন। (কালীকে) এই নে দুধ। শিগ্‌গীর গরম করে ফেল।··· গরম হলে আমাকে ডাকবি। সর্দ্দারী করে নিজে আবার খাওয়াতে যাসনি যেন।

[দুধ নিয়ে কালী ঘরে যায়।]

অনন্ত। (উৎসুক) দুধ কে খাবে বাবু?

[গগন এতক্ষণ অনন্তকে দেখে নি। এইবার নজর পড়ে।]

গগন। তুমি কে?

অনন্ত। আমি? অনন্ত।

ভবেশ। হ্যাঁ; ও অনন্ত। ওইদিকে তিন ক্রোশ দূরে ইসলামপুরে থাকে। আর ওইদিকে ওর সম্বন্ধীর বাড়ী দেবীগাঁয়ে যাচ্ছিল। পথে এইখানে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। চলে যাবে, বিশ্রাম হলেই চলে যাবে।

অনন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, চলে যাব। বিশ্রাম হলেই চলে যাব।

ভবেশ। তা হ্যাঁরে গগন, দু দুটো খাওয়া আমাদের একেবারে ফাঁকি দিবি?

অনন্ত। দুধ কে খাবে?

ভবেশ। ওর ছেলে। (গগনকে) কই. হ্যাঁ-না কিছু বলছিস না যে!

অনন্ত। মাটির ঘড়ায় দুধ এল। বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই বুঝি?

ভবেশ। না। (গগনকে) গগন! আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো।—ছেলে রইল তোর কাছে; কিন্তু তোর বউ···

গগন। মরে গেছে।

ভবেশ। মরে—! আহা রে! (একটুক্ষণ চুপ করে থাকে) দুঃখু করিস না গগন। তার সর্বস্ব—যা তোকে দিয়ে গেছে,—বুকে করে মানুষ কর, তাতেই তার আত্মা সুখী হবে।

গগন। না, আমি দুঃখু করব না। তার সর্বস্ব—যা আমাকে দিয়ে গেছে, বুকে করে মানুষ করব।

ভবেশ। এই তো! পুরুষের মত কথা। আরে; অমন ছেলে পাওয়া কি চাট্টি খানি ব্যাপার! দেখবি, ওই নিয়েই হেসে-খেলে তোর দিন কেটে যাবে।

অনন্ত। (ভবেশকে) ওঁর বুঝি ইস্ত্রী নেই?

ভবেশ। না। এই এতটুকু বাচ্চা রেখে সতী-লক্ষী স্বর্গে গেছে।

অনন্ত। তা, বাচ্চার মা স্বগগে গেছে, তাতে উনি দুঃখু পাবেন কেন?

ভবেশ। সে কি হে! বাচ্চার মা তো ওর স্ত্রী। স্ত্রী-বিয়োগে এই বয়সে মানুষ দুঃখু পাবে না!

গগন। (বিরক্ত) কেন গ্যাঁজাচ্ছেন বলুন তো?

[ভবেশ বিস্মিত]

ভবেশ। যা ব্বাবা! এর নাম গ্যাজানি হল?

গগন। হল না! আমি সেই থেকে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে মরছি যে, ছেলে আমার নয়, আমি ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি,—তা আপনারা কেউ সে কথা কানে নেবেন না?

ভবেশ। থাক গগন, ওকথা তুই অনেকবার বলেছিস। কিন্তু আমরা যখন কেউ বিশ্বাস করছি না তখন আর—

গগন। কেন বিশ্বাস করছেন না?

ভবেশ। সত্যি নয় বলে।

গগন। আমি—

[কালী ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়]

কালী। দুধ গরম হয়ে গেছে দাদা।

ভবেশ। যা গগন। কচি শিশু,—বারে বারে ক্ষিদে পায়। (গগন ভবেশের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরে যায়। অনন্তকে) ঘরে মেয়ে-ছেলে না-থাকলে যা হয়। এসব কি ওদের কাজ! কি করতে কি করে বসবে। —তাই ভয় হয়।

অনন্ত। ভয়! কিসের ?

ভবেশ। আরে, শিশু হচ্ছে কাদামাটির মত। জল লাগলে গলে যায়, রোদ লাগলে শুকিয়ে যায়। ওকে রাখতে হয় আল্‌তো ভাবে। ওরা কি তা পারবে ?

অনন্ত। কেন পারবেন না ? আপনারা পাঁচজন রয়েছেন না ওর সঙ্গে!

ভবেশ। হ্যাঁ, তা আছি। ছেলেটা ওর হলেও, তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায় তো আমাদেরও। ঘরে যখন কেউ নেই—

অনন্ত। আহ্, বাঁচলুম।

ভবেশ। (অনন্তকে লক্ষ্য করে) তোমার এতে বাঁচার কি হল!

অনন্ত। না···এই—আমার এই কচি বাচ্চার কথা শুনলেই কেমন লাগে। তারা সব আরামে আছে দেখলে আমার মনটা খুব খুশী হয়।

[নব'র প্রবেশ। ওর হাতে খানকয় ছোট কাঁথা, একটা পুরাণো জামা ও পুরাণো অয়েল ক্লথ]

নব। গগন!—এই যে কাকা। বৌদিকে ভুজুং দিয়ে এইগুলো নিয়ে এলাম! ভাল করিনি ?

[গগন এসে দাঁড়ায় ।]

ভবেশ। (গগনকে) খেল ?

গগন। হ্যা।

ভবেশ। শোন্। এসব তো তুই জানিস না। শিখে রাখ।—একটা ফিডিং বট্‌ল্ কিনে আনবি। ঠিক দেড় ঘণ্টা অন্তর গরম দুধ খাওয়াবি ওতে করে। জোর করে খাওয়াবি না; চুষে চুষে নিজে থেকে যা খায়,—ব্যাস। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য রাখবি,—বিছানা যেন ভিজে না-থাকে। পাল্‌টে দিবি।

নব। এই নে, অয়েল ক্লথ। এটা পেতে তার ওপরে এই কাঁথা পেতে দিবি। আর এই জামাটা এখুনি পরিয়ে দিগে যা।

[গগন হাত পেতে জিনিসগুলো নেয়।]

গগন। হ্যাঁ, দিচ্ছি। কিন্তু খাওয়াবার সময় ওর গা'টা একটু যেন গরম গরম লাগল। ঠিক বুঝলাম না। আপনি একবার—

অনন্ত। (এগিয়ে আসে) আমি দেখব ?

গগন। না না, তুমি দেখবে কি !···আয় নব।

[নব, ভবেশ ও গগন ঘরে যায়। অনন্ত উঁকি দিয়ে দূর থেকে ঘরের ভিতরটা দেখে। একটু পরে নব, ভবেশ ও গগন বাইরে আসে]

ভবেশ। ও কিছু না; ঠাণ্ডা লেগেছে। তুই ভাবিস না গগন।—এক কাজ কর, খানিক সরষের তেল গরম করে বুকে-পিঠে মালিশ করে দে। দেখবি, ঠিক হয়ে গেছে।

গগন। সত্যি ভয়ের কিছু নেই তো ?

ভবেশ। (হেসে) আবে না। এমন ওদের আখ্‌চার হয়। শিশু না !

অনন্ত। (ভয়ে ভয়ে) ছেলেটিকে একবার দেখতে পাই না ?

গগন। (ভুরু কুঁচকে) কেন ?

অনন্ত। না। এমনি। বাচ্চা ছেলে দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।

গগন। থাক, আর ভাল লেগে কাজ নেই। তুমি এখন যাও তো এখান থেকে।

ভবেশ। ও কি, ওকে তাড়াচ্ছিস কেন ?

গগন। কে না কে, তার ঠিক নেই,—ঘরের মধ্যে ঢুকতে চায়। (অনন্তকে) তোমার বিশ্রাম হয়েছে তো ; এবার যাও।

অনন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যাই।

[হাত জোড় করে সবাইকে প্রণাম করে অনন্তর প্রস্থান। ভবেশ তার সঙ্গে সঙ্গে দু পা এগিয়ে যায়, সেই দিকে চেয়ে থাকে]

ভবেশ। লোকটা যেন কেমন। [রাখালের প্রবেশ]

রাখাল। মশাই ! খবর শুনেছেন ? (সবাই ওর দিকে ফিরে তাকায়) সেই কথায় আছে না,—'সেই বউদি বিধবা হল, কিন্তু দাদা থাকতে না।' এদের হয়েছে সেই অবস্থা। বাপু, এই যদি মনে ছিল, দু'দিন আগে করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত। কোলকাতার মুখে আগুন দিয়ে, না-হোক চাড্ডি লোকক্ষয় করিয়ে, তবে তোদের হুঁস হল। ছ্যাব্‌লা না ?

গগন। কিসের কথা বলছেন ?

রাখাল। বলচি আমাদের কপালের কথা। (হঠাৎ মনে পড়ে) ওঃ, এইদিক থেকে গেল একটা লোক—এই মাত্তর, চেনা চেনা মনে হল ! কে লোকটা ?

গগন। কি অনন্ত না কি যেন বললে। ইসলামপুরে থাকে ; দেবীগাঁয়ে যাচ্ছে। এখানে বসে একটু জিরিয়ে গেল।

রাখাল। ইসলামপুরে ! বাপ্‌রে !—তা ওখানকার কোন খবর বলে গেল না ?

নব। কিসের খবর ?

রাখাল। কাল ওই বাইরে থেকে কিছু লোক এসে ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করছিল, বলেছিলুম না! মনে নেই?…ইসলামপুরে দুটো বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, আর একটা ধানের মড়াই। সংখ্যালঘু যে ক'ঘর ছিল, এদিক ওদিক সরে গেছে।—কেউ মরেনি।

নব। (ভবেশকে) আপনি বলেছিলেন না, এদিকে কোন গোলমালের আশঙ্কা নেই?—এটা কি হল?

ভবেশ। আরে, ইসলামপুর এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ। ওখানে কি হল না হল, তাতে আমরা কি করতে পারি বল।

রাখাল। আসল কথাটাই তো বলা হয়নি। শুনে এলাম শচীনবাবুর রেডিওতে—কোলকাতায় নামিয়ে দিয়েছে মিলিটারী। ব্যাস, বন্দুক দেখে সব ঠাণ্ডা।—তাই বলছিলাম, এই মিলিটারী দু'দিন আগে নামালে তো আর কোলকাতার মুখটা অমন করে পুড়ত না!

নব। হনুমানের রাজত্ব। মুখ না-পোড়ালে চলবে কেন!

রাখাল। (নবকে) যাবে নাকি? ইসলামপুরে? একবার দেখে আসতাম, ব্যাপারটা কদ্দূর গড়িয়েছে।

নব। আপনি যান।

রাখাল। একা?—না, থাক। মজা দেখার ব্যাপার তো নয়। আফ্‌টার অল্ ঘটনা যদি কিছু ঘটে থাকে, তা নিতান্তই দুঃখজনক। অ্যাঁ!

ভবেশ। কে আসে? গুণধর না?—অমন লাফাতে লাফাতে আসছে কেন?

রাখাল। আমি যাই। ওটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে। (গগনকে) কাল রাত্রে কী কাণ্ডটা করল, বল্ল দেখি।

নেপথ্যে গুণধর। তৈরী হও গগনদা। [দ্রুত রাখালের প্রস্থান]

[মত্ত অবস্থায় গুণধরের প্রবেশ। ওর হাতে এক খণ্ড কাগজ]

গুণধর। (দূর থেকে সবাইকে কাগজখানা দেখায়) আমি পেয়েছি। এইবার আমি সবাইকে দেখে নেব। আমি হাওয়াই সার্ট পরব, এক জোড়া ফুলপ্যান্ট কিনব; সবার আগে আমি আবার আমাদের দোকানটা সাজিয়ে বসব। ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ রতন। আমি পেয়েছি। এইবার—

ভবেশ। কি পেলি রে!

গুণধর। সোনার খনি। না না, সোনার হরিণ।—গগনদা, তৈরী হও।

গগন। (নবকে) কি বলে?

গুণধর। পিসীর কথামত বাবার সেই উঁইয়ে খাওয়া হাত-বাক্সটা নিয়ে বসেছিলাম। যত রাজ্যের বাজে কাগজে ঠাসা। কবে কার শ্রাদ্ধ হয়েছিল, তার নিমন্ত্রণ পত্র। কোলকাতায় কোন্ দোকান থেকে সাবান কিনেছিল, তার ক্যাশমেমো। এই সব হাবিজাবি।—ভাবলাম, আজকের দুপুরটা বুঝি এই ঘেঁটেই মাটি হয়। (গগনকে) তারপর কি হল, বল তো? (এরা তিনজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।)

নব। গুণধর, গগনের এখন অনেক কাজ। আমরাও বাড়ির কাজকর্ম ফেলে এসেছি।—তুই আর এক সময় আসিস; এখন যা কেমন!

গুণধর। দাঁড়াও দাদা; কাজের কথাটা বলে নি।

ভবেশ। সকাল বেলাই যেমন চুর হয়ে এসেছিস,—কথা কিছু কি তুই বলতে পারবি?

গুণধর। চুর হতে পারি নি; কিন্তু চুর হওয়াই আমার উচিত ছিল। সোনার খনি পেয়েছি যে।—যাক গে, তোমরা আবার কাজের লোক; বাজে কথা শুনতে চাও না।—গগনদা, টাকাটা ছাড় দেখি।

গগন। টাকা! কিসের টাকা!

গুণধর। (হাতের কাগজখানা দেখিয়ে) এই হ্যাণ্ডনোটের টাকা। (গগন, ভবেশ ও নব কাগজখানা দেখতে থাকে।) আমি বললাম না, বাবার সেই উঁইয়ে-খাওয়া হাত-বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনখানা হ্যাণ্ডনোট বেরিয়ে পড়ল। তোমারটা দুশো টাকা; আরো দুখানা আছে—সাড়ে তিন শো আর দুশো টাকার। একটা ওই সিকদারের; আর একজনকে এখনো চিনতে পারছি না।—সব মিলিয়ে সাড়ে সাতশো টাকা।...যাক গে, তোমার টাকাটা এখন দিয়ে দাও দেখি।

গগন। (ঈষৎ অনুনয়ের ভঙ্গীতে) এত টাকা আমি কোত্থেকে দেব? আর সত্যি বলতে কি, টাকা তো আমি নিই নি।

গুণধর। আমিও দিই নি।

গগন। তবে!

গুণধর। তবে কি? আমার বাবা তোমার বাবাকে দিয়েছিল। তাঁরা কেউই এখন বেঁচে নেই। তাই এখন আমি তোমার কাছে পাওনাদার, আর তুমি হলে দেনদার।...টাকা ছাড় দাদা। আমার বড় দুর্দিন যাচ্ছে। টাকা আমার চাই।

গগন। এখন আমি কোত্থেকে দেব? অতগুলো টাকা?

গুণধর। তবে কবে দেবে বল।

গগন। কিছুদিন সময় দে।

গুণধর। কিছুদিন!...বেশ, তিন দিন সময় দিতে পারি।

গগন। তিনদিনের মধ্যে অত টাকা আমি কোত্থেকে জোগাড় করব?

গুণধর। (রুক্ষস্বরে) তার আমি কি জানি!...এতকাল সবাই আমাকে দূরদূর করে তাড়িয়েছ, মনে নেই? এইবার আমি দেখতে চাই, আমাকে তাড়াবার তোমাদের ক্ষমতা কত। (হেসে)

আজ আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসিনি গগনদা; পাওনাদার হয়ে এসেছি।...গগনদা, সেদিন রাত্রে তুমি আমাকে তিনটে টাকা দিতে পারলে না। ধার চেয়েছিলাম। জান গগনদা, সেদিন রাত্রে সত্যিই আমাদের খাওয়া হয়নি।... যাক গে। তাহলে ওই কথাই রইল। তিনদিন পরে আমি আসছি। সুদ নেব না; তুমি আমাকে আসল টাকাটা গুনে দিও, আমি তাই নিয়েই চলে যাব। ব্যস্।

গগন। টাকাটা এখুনি না দিলে—

গুণধর। (বাধা দিয়ে আবৃত্তির ভঙ্গিতে) জয়সিংহ! এ জীবন কারে দিলি জয়সিংহ?...চলি।

[গুণধরের প্রস্থান। এরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।]

নব। কি ভাবছিস, গগন?

ভবেশ। ভাবনা কি ওর একটা! তিনদিনের মধ্যে দু শো টাকা। গুণধরটা যেমন বাঁদর, সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

গগন। সে দেখা যাবে পরে। আমি এখন টাকার কথা ভাবছি-না।

নব। তবে?

গগন। আমি ভাবছি,...আচ্ছা, ছেলেটা তাহলে আমার; কি বল।]

নব। (খিঁচিয়ে ওঠে) না, আমার।—কথা শুনলে গা জলে যায়।

গগন। বেশ। তাহলে ওর জন্যে কিছু জিনিসপত্তর কেনা-কাটা করা দরকার তো! (নব মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ) তবে এস ভেতরে; একটা লিষ্টি করে ফেলি! ও কম্ম তো আমার বুদ্ধিতে কুলোবে না। (ভবেশকে) আপনিও আসুন—

ভবেশ। চল।

[তিনজনে ঘরের দিকে পা বাড়ায়।]

* পর্দা *

তিন

[দৃশ্যসজ্জা পূর্ববৎ। তিনদিন পর। সময় সন্ধ্যা। কেমন একটা ছমছমে ভাব। বেড়ার ওপাশে মাসী ও আলো এসে দাঁড়ায়।]

মাসী। (আলোকে) যা— (আলো বেড়ার এপাশে আসে; গগনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।)

আলো। কালী!

নেপথ্যে কালী। কে? (কালী ঘরের বাইরে আসে।)

কালী। আলোদি এসেছ? একবার ভেতরে এস না।

আলো। কেন, কি হয়েছে?

কালী। ঠিক বুঝছি না। ছেলেটার ক'দিন ধরে খুব সর্দি হয়েছে। আজ দেখি, খায় না। খায় না কেন? (আলো মাসীর দিকে তাকায়। মাসী ঘাড় নাড়ে, প্রস্থান।)

আলো। চল।

[কালী ও আলো ঘরে যায়। বাইরের দিক থেকে সন্তর্পনে অনন্তর প্রবেশ। ঘরের ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। কালী ও আলোকে বেরিয়ে আসতে দেখে তড়িৎ একপাশে সরে যায়। কালী ও আলো বাইরে আসে।]

আলো। তেজপাতা আছে?

কালী। আছে।

আলো। সরসের তেল গরম করে বুকে পিঠে মালিশ করে দে। তাতে একটা—

কালী। মালিশ করেছি আলোদি; কিছু হয় নি।

অনন্ত। ও কেমন আছে?

কালী। কে?

অনন্ত। ছেলেটা?

কালী। ভাল।

[মাসীর প্রবেশ।]

মাসী। কি দেখলি রে আলো?

আলো। চল মাসী; বলছি।

[মাসী ও আলোর বেড়ার ওপাশে প্রস্থান। কালী ঘরের দিকে যাচ্ছিল,—অনন্ত ডাকে।]

অনন্ত। এই যে, শোন ভাই।

কালী। কি?

অনন্ত। ছেলেটা বাঁচবে তো?

কালী। বাঁচবে না মানে! আমরা এতগুলো লোক রয়েছি কি এমনি এমনি? ওসব অলক্ষুনে কথা তুমি বলবে না।

অনন্ত। (চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে) আমি পীরের দরগায় সিন্নী মানত করে আসি। ও ভাল হয়ে উঠলে··

[বাইরের দিকে কাকে দেখে সচকিত হয়; দ্রুত প্রস্থান। কালী ঘরে যায়। একটুক্ষণ মঞ্চ ফাঁকা। হাঁক ডাক করতে করতে গগনের প্রবেশ। তার হাতে বেবী-ফুডের টিন, ফিডিং বট্‌ল্‌, গোটা দুই কাগজের মোড়ক, একখানা অয়েল ক্লথ—এমনি আরো কিছু জিনিষ পত্র।]

গগন। কালী! এই কালী! জেগে আছিস তো, না, এই সাঁজ বেলায় ঘুমোতে লেগেছিস? (জিনিষগুলো দাওয়ায় রাখে) আরে, দেখে যা, কি সব এনেছি।—কালী! (কালী বাইরে আসে।) সাড়া দিচ্ছিস না,—কথা কানে যায় না বুঝি!

কালী। এত দেরী করে এলে দাদা!

গগন। দেরী হয়ে গেল।—হবে না কেন, বল! তোর শহর কি এইখানে? যেতে পাক্কা দুটি ঘণ্টা। তারপব ধর, ঘুরে ঘুরে এত সব জিনিষপত্তর খরিদ করা,—চাড্ডিখানি ব্যাপার নয়। তোর বেবী ফুড পাই এই দোকানে তো, অয়েল ক্লথ কিনতে ছোট ওই মুল্লুকে।...তাল মিছরী এনেছি কালী, কৌটোয় ভর্তি চালানী তাল মিছরী। ওই ফুটিয়ে রোজ সকালে একটু করে খাইয়ে দিবি।...এই তোর অয়েল ক্লথ। এখুনি পেতে দিগে যা। আর শোন; কাছে আয় না। (ফিডিং বট্‌ল্ হাতে নিয়ে) এটা কি বল দেখি। (কালী চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে) পারলি না তো? এর নাম মাইপোষ। প্রথমে দুধ গরম করে এতে ভরে নিবি। তারপরে বাচ্চাকে আদর করে বুকে নিয়ে এইটে ওর মুখের কাছে ধরবি, দেখবি, ও বুঝতেই পারবে না যে, ওর মা নেই; ভাববে—আমি কিম্বা তুই-ই ওর মা। (সশব্দে হেসে ওঠে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে) অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? ঘুম পেয়েছে বুঝি?—ওসব আর এখন চলবে না; ছেলে মানুষ করতে হবে।—কি হলো, কথা কস্‌না যে? ধ্যাৎ—(বিরক্ত হয়)

কালী। ওর ভীষণ সর্দ্দি হয়েছে। খায় না।

গগন। সর্দি হলে বড় মানুষেই খেতে পারে না; ও তো কোন্ দুধের বাচ্চা।...সরষের তেল মালিশ করেছিস?

কালী। করেছি। ওতে কিচ্ছু হয়নি।

গগন। কিছু হয়নি!—চল্ তো দেখি। (দুজনে ভিতরে যায়। একটু পরে বেরিয়ে আসে) তোর একটুতেই বাড়াবাড়ি। কী হয়েছে, অ্যাঁ! সর্দি হয়েছে, সেরে যাবে,—ব্যস! ওই নিয়ে একেবারে···যেন কী ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল।—অমন মুখ ব্যাজার করে থাকিস না তো;—ভাল লাগে না।

কালী। খাচ্ছে না কেন?

গগন। খাচ্ছে না; সর্দি সেরে গেলেই খাবে।—আচ্ছা, তেমন কিছু যদি হত···এই তো, আমি নিজে গিয়ে দেখে এলাম; পাশে বসতেই আমার দিকে কেমন চোখ পিট্‌পিট্ করে তাকাল। আরে, ওইটুকু শিশু,—সত্যি কিছু হলে সে চোখ মেলে তাকাতে পারে?···ছেলেটা দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর, না?

কালী। চোখ মেলতে ওর কষ্ট হচ্ছিল দাদা।

গগন। এইবার তোকে এক চড় লাগাব কালী। তখন থেকে যতসব বাজে কথা। চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছিল, তুই বুঝলি কেমন করে?

[বেড়ার ওপাশে মাসী এসে দাঁড়ায়]

মাসী। কালী! তোর ওই দামড়া দাদাটাকে বল, এখুনি একবার হর কবরেজকে এনে দেখাক। বুকে সর্দি বসে গেলে শেষে বিপদ হবে।

গগন। এঁঃ! বিপদ হবে!······সর্দি বসে বসবে, আমাদের ছেলের বসবে,—তাতে কার কি?

মাসী। ছেলে কারুর একার না, এই কথাটা মনে রাখতে বলিস কালী। (ভিতর দিকে মুখ বাড়িয়ে) আলো! আলো—

[প্রস্থান]

গগন। যত সব! (জিনিসগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে ; চোখে-মুখে ওর হাসি ফোটে) জানিস কালী, সহর থেকে এইসব কিনে বাড়ির দিকে আসার সময় আমার কি মনে হচ্ছিল! বললে তুই তো আবার হাসতে লাগবি। (নিজেই হাসে) আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন সত্যিই বাপ হয়েছি ; আমার এখন অনেক দায়। ধর, এখন ও ছোট আছে ; কিন্তু আস্তে আস্তে ও তো বড় হবে। তখন ওকে খাওয়ানো, পড়ানো···তারপর ধর, ও আরো বড় হল। তখন ওকে ইস্কুলে দেওয়া। তারপর কলেজে।—ও খুব বড় ইঞ্জিনিয়র হবে, দেখে নিস্। ভীষণ বুদ্ধি রাখে ; চোখ দেখে বুঝিস না! আমার দিকে যখন পিট্‌পিট্ করে তাকায়···আচ্ছা, ও তো আমাকে বাপ ডাকবে, অ্যাঁ? তোকে আমি দাদা বলতে শিখিয়ে দেব। না কি, কাকা হবি?

কালী। তালমিছরী ফুটিয়ে—

গগন। হ্যাঁ, খাইয়ে দিবি।···তারপর আমি ওর একটা বিয়ে দেব। আমাদের তো আর ওসব করা চলবে না। ছেলে মানুষ করব, না, বিয়ে করব! তুই-ই বল। (গগনের হাসি হাসি মুখখানা হঠাৎ কেমন হয়ে যায়।) কিন্তু তার আগেই ; যাদের ছেলে তারা যদি এসে বলে: ও ছেলে তোমাদের না, আমাদের ; আমাদের ছেলে ফেরত দাও! তাহলে?

[কালী কোন জবাব দেয় না ; হাঁ করে চেয়ে থাকে।]

তুই বস কালী। আমি হর কবরেজকে ডেকে নিয়ে আসি।

[গগন বাইরের দিকে পা বাড়ায়। হর কবিরাজের প্রবেশ।]

এই যে, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

হর। আর যাওয়ার প্রয়োজন নাই। খবর পেয়েই আমি ছুটে আসছি। যাক, আমার হাতে সময় কম। রুগী কই?

গগন। ওই ঘরে।

হর। চল। (বেড়ার ওপাশে আলো এসে দাঁড়ায়। হর দু পা এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে) রুগীর বয়স কত?

গগন। তা তো জানি না।

হর। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ) জান না মানে! রুগীর বয়স জান না, চিকিৎসা করাবার সখ হয় কেন?—কত বড়?

গগন। (দু হাত ফাঁক করে দেখায়) তা এত বড়ডা হবে।

হর। তার মানে চার মাস কিম্বা পাঁচ মাস?

গগন তা হবে।

হর। চল। (কিন্তু এক পা এগিয়ে আবার দাঁড়ায়) রুগী পুরুষ না, স্ত্রী?

গগন। (বুঝতে পারে না) আজ্ঞে?

হর। (ক্রুদ্ধ) বলি, রুগী ছেলে, না, মেয়ে?

গগন। ও। ছেলে।

হর। জ্বর আছে?

গগন। আছে বোধহয়।

হর। আছে বোধহয়! কেন, গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারনি?

গগন। দেখেছি; কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি।

হর। চল।

[হর ও গগন ঘরে যায়। বাইরের দিক থেকে নবর প্রবেশ।]

নব। (ঈষৎ উৎকণ্ঠিত) হ্যাঁরে কালী, বাচ্চার নাকি অসুখ করেছে?

কালী। হ্যাঁ, নবদা। খাচ্ছে না।

নব। কবরেজ মশাই এসেছেন ?

কালী। হ্যাঁ। ঘরে।

[নব ঘরে যায়। অনন্তর প্রবেশ। ওর হাতে একটা ফুল।]

অনন্ত। (ফুলটি কালীকে দেয়) এই নাও, ওর মাথায় ছুঁইয়ে দিয়ে এস।

কালী। ফুল—কোত্থেকে নিয়ে এলে !

অনন্ত। কেন, চণ্ডীতলা। তোমাদের ঠাকুর মশায়ের কাছে চাইলাম,—দিয়ে দিল।...তুমি এটা ওর মাথায় ঠেকিয়ে এস। আমি ততক্ষণে পীরের দরগায় একটা মানত চড়িয়ে আসি।

কালী। (বিস্মিত) এক মাইল পথ ঠেঙিয়ে তুমি চণ্ডীতলা গেলে ফুল আনতে ! আবার এখন যাচ্ছ—

অনন্ত। যাব না !...ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো।

[কালী ঘরের দিকে এগোয়। হর কবিরাজ, গগন ও নব বাইরে আসে।]

হর। শ্লেষ্মা কুপিত। ওই মেয়েটার কাছে রুগীর অবস্থা শুনে আগেই বুঝেছিলাম।

গগন। তাহলে আপনার সঙ্গে যাই ; ওষুধটা—

হর। ওষুধ আমি নিয়েই এসেছি। (ট্যাঁক থেকে একটা মোড়ক বের করে গগনের হাতে দেয়) মধু দিয়ে মেড়ে তিনবার খাইয়ে দিও। আর বুকে-পিঠে তেল মালিশ করে গরম কাপড়ের সেঁক দিও।

গগন। (মোড়ক খুলে দেখে) এত বড় বড়ি,—ওই শিশু কি খেতে পারবে ?

হর। পারবে না মানে ! ওষুধই যদি খেতে না-পারবে তাহলে অসুখ করা কেন ?

গগন। সে তো আমি বুঝলাম ; কিন্তু ও বুঝবে কি ?

হর। (বিরক্ত) নিশ্চয় বুঝবে। মানুষের কথা পশুতে বোঝে, আর শিশুতে বুঝবে না ! —কেমন থাকে, খবর দিও। আমি যাই।

[প্রস্থান। বেড়ার ওপাশ থেকে আলো নবকে ডাকে।]

আলো। নবদা ! (নব কাছে যায়) তোমরা অন্য কোন ডাক্তার দেখাও নবদা। হর কবরেজের ওষুধে ওর কিছু হবে না।

নব। সে আমি জানি। ওর সম্পত্তির মধ্যে তো ওই দুটি,—বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত আর বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে আসে বিশুদ্ধ চ্যাবন প্রাশ। ওতে এ রোগ সারে না। (চিন্তা করে) কিন্তু হেমোপ্যাথ সমর ডাক্তার তো গেছে মেয়ের বাড়ী ; কবে ফিরবে ; ঠিক নেই। তাহলে বাকী থাকল, সহরের সেই বুড়ো শশী ডাক্তার। কিন্তু—

আলো। তাকেই ডাক।

নব। অনেক টাকা লাগে যে। তা ছাড়া, সন্ধ্যে হয়ে আসছে,—এতদূরে হয়তো সে আসতেই চাইবে না।

আলো। টাকা লাগবে বলে তোমরা ওকে বিনা-চিকিৎসায় ফেলে রাখবে ?

নেপথ্যে মাসী। আলো !

আলো। যাই মাসী !— নবদা, খারাপ কিছু হলে কিন্তু তোমরা সবাই দায়ী হবে ; মনে থাকে যেন।

[প্রস্থান।]

নব। তা তো বুঝলাম ; কিন্তু—

গগন। নব! এই গোল আলুর মত বড়িগুলো ওকে কেমন করে খাওয়াই কিছুতেই মাথায় আসছে না তো।

নব। তোর কাছে টাকা আছে?

গগন। টাকা! কত?

নব। তা, তিরিশ-চল্লিশ টাকা তো লাগবেই।

গগন। অত টাকা কোথায় পাব? যা ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই সব টুকিটাকিগুলো কিনে নিয়ে এলাম। হাতে তো আর কিছু নেই।

নব। (রেগে) সাত তাড়াতাড়ি এই সবের পেছনে তোমাকে এত টাকা খরচ করতে কে বলেছিল, মুখ্যু? এখন ছেলের চিকিৎসা করাবে কি দিয়ে?

[নব বেরিয়ে যাচ্ছিল ; গগন তার হাত ধরে।]

গগন। নব! ওর অসুখ কি খুব বাড়াবাড়ি?

নব। বাড়াবাড়ি হতে কতক্ষণ! আজ তিনদিন ধরে সর্দিতে ভোঁট হয়ে আছে ; গায়ে জ্বর রয়েছে ; এ অবস্থায়…যাই দেখি—

[দ্রুত প্রস্থান]

গগন। কালী, তোর কি মনে হয়?

কালী। (ধরা গলায়) ও বোধহয় আর বাঁচবে না, গগনদা।

[গগন কালীর গালে ঠাস করে চড় মারে।]

গগন। পঞ্চাশবার তোকে মানা করেছি, ওইসব অলক্ষুণে কথা বলবি না।

কালী। (কেঁদে ফেলে) তুমি আমাকে যত খুশী মার গগনদা, আমি কিছু বলব না। কিন্তু ওকে তোমরা বাঁচিয়ে তোল।

[কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।]

গগন। (ওর গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়) কালী! কালী, শোন।

কি করলে অসুখ সারে, তাই বল। কালী, কাঁদিস না; শোন—

অনন্ত। (ধীরে ধীরে গগনের কাছে গিয়ে ওর গায়ে হাত দেয়) বাবু!—আমি একবার ভেতরে যাব?

গগন। (বিরক্ত) তুমি আবার এসেছ?

অনন্ত। শুধু একটিবার,—যাব আর ওর মুখখানা একবার দেখে চলে আসব।...তুমি আমাকে এইটুকু অনুমতি দাও বাবু, আমি ছেলেটাকে একবার দেখে আসি।

গগন। (ওকে একটুক্ষণ লক্ষ্য করে।) তুমি বাইরে যাও। আমি তোমাকে এখানে আসতে মানা করেছিলাম না?

অনন্ত। (স্তম্ভিত দৃষ্টিতে গগনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে; মাথা নেড়ে) না, না বাবু, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না। আমি—আমি এইখানটায়—এই কোণে চুপ করে বসে থাকি। তুমি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বল না। আমি যেতে পারবো না—

[একপাশে বসে পড়ে।]

গগন। বসতে চাও, চুপচাপ বসে থাক। কিন্তু বারবার বিরক্ত করতে এসো না,—এই বলে দিলুম, হ্যাঁ। (বেড়ার ওপাশে বোধহয় আলোকে দেখতে পায়) আলো! আলো শোন। (আলো এপাশে আসে) বড় বিপদ। আমি এখন কী করি বল তো।

আলো। ডাক্তার ডেকে চিকিচ্ছে করাও।

গগন। ওই তো হয়েছে মুস্কিল। শশী ডাক্তার মানেই তিরিশ-চল্লিশ টাকার ধাক্কা। হর কবিরাজ এই গোল আলু ধরিয়ে দিয়ে গেল। ওঃ, আমি যে এখন...কোথাকার কার ছেলে হদিশ

নেই, আর আমি মাথার চুল ছিঁড়ে মরি। আচ্ছা, তুই বল, এই কুড়িয়ে-পাওয়া পরের ছেলে নিয়ে হুজ্জুত পোয়াবার আমার কী ঠেকা!

আলো। পরের ছেলে বুঝি?

গগন। নয় তো কি! কোথা থেকে এল—(থেমে যায়) ও; তাহলে তুই এখনো বিশ্বাস করিস—ও ছেলে আমার?

আলো। সবাই সেকথা বিশ্বাস করে।

গগন। সবাই করুক। কিন্তু তুই—

আলো। আমিও বিশ্বাস করি।

গগন। আলো, সেই ছেলেবেলা থেকে পাশাপাশি এক বাড়ির ছেলে-মেয়ের মত একসঙ্গে বড় হয়েছি। কোন দিন আমি তোকে কোন মিথ্যে কথা বলেছি—বলতে পারিস?

আলো। জানি না।

গগন। (রেগে) 'জানি না' নয়, তোমাকে বলতে হবে।…দুনিয়ার লোকে যে-কথা বলবে, তুইও যদি তা-ই বলিস তাহলে—

আলো। তাহলে কি?

গগন। আমি কিসের স্বপ্ন দেখেছিলাম? কেন তোকে নিয়ে আমি অত কথা ভেবেছিলাম?…না আলো, তোকে আজ বলতে হবে, আমি কোনদিন কোন মিথ্যাচার করেছি?

আলো। মনে নেই।

গগন। আশ্চর্য! এতদিনের এত ভাবনা, ওই একটা তুচ্ছ কারণে সব আজ বৃথা হয়ে গেল। মনটা তাহলে—

আলো। একটা নতুন মানুষ—তাকে তুমি তুচ্ছ ভাবছ?

গগন। কিন্তু সে তো আমার নয়।

আলো। থাক গগনদা। যা হবার, হয়ে গেছে। এখন তুমিও আর

আমাকে নিয়ে কোন কথা ভেবো না।—আমিও ভাবব না।… (গলা ধরে আসে) আমি যাই—

[আলোর প্রস্থান।]

[নব ও ভবেশবাবুর প্রবেশ। ভবেশবাবু ঈষৎ উত্তেজিত]

ভবেশ। অসুখ ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, সারাদিনে এই খবরটা তো একবার দিয়ে আসতে পারত। চল দেখি—(দুজনে ঘরে যায়। বেরিয়ে আসে। ভবেশের মুখ গম্ভীর। একটুক্ষণ পায়চারী করে) এই নব! কি করবি?—হর কবিরাজের কথা আমাকে বলতে এসো না। আমি ওকে চিনি। ওর ওই ছাগলাদ্য ঘৃতের অসুখ এটা নয়।

নব। কি বলব বলুন। (গগনকে দেখিয়ে) বাবুর হাতে যা ছিল, তাই দিয়ে উনি মাইপোষ কিনে নিয়ে এসেছেন। এখন খাওয়াও মাইপোষ।—ইচ্ছে করে, পিটিয়ে ওর মাথাটা ভেঙে দি।

ভবেশ। শশী ডাক্তারকে ডাকতে গেলে—তার ভিজিট, ওষুধ, সব মিলে চল্লিশ টাকার কম তো হবে না। তোর কাছে কিছু—

নব। ওঃ কাকা, আমার কাছে টাকা থাকলে আপনাকে মুখ ফুটে বলতে হত!

ভবেশ। আমার অবস্থাও যে তথৈবচ।

অনন্ত। বাবু! ছেলেটিকে একবার দেখে আসতে পারব না?

ভবেশ। বিরক্ত ক'র না তো বাপু। আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।—এই গগন! কি করবি এখন? একটা বুদ্ধি দে

গগন। কি করব বলুন।

ভবেশ। কি আর করবে! উদ্ধ্বাহু হয়ে নাচ। আহাম্মুক কোথাকার! সারাদিনে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারিস নি!

[বেড়ার ওপাশে মাসী এসে দাঁড়ায়।]

মাসী। নব! এই আমি বলে রাখছি, ছেলের যদি কিছু হয়— তোমাদের সবাইকে আমি দেশছাড়া করে ছাড়ব।…বুড়ো বুড়ো জোয়ানমদ্দ, ওইটুকু শিশুকে তোরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবি না?

কালী। (ছুটে মাসীর কাছে যায়) মাসী! তুমি এস—

মাসী। (কালীর চিবুকে হাত দিয়ে) কাঁদিস কেন্ রে ছোঁড়া? ও ছেলে নাকি তোদের কেউ নয়?

কালী। ও বোধহয় বাঁচবে না মাসী।

[মাসী কালীকে সঙ্গে নিয়ে এপাশে আসে। গগন, ভবেশ, নবর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।]

মাসী। মরদ!

[কালীকে নিয়ে ঘরে যায়। একটু পরে কালী দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়]

কালী। ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে গগনদা। শিগ্গীর ডাক্তার ডাকো।

মাসী। (ঘরের ভিতর থেকে) এই কালী! তুই হৈ চৈ করিস না তো। আমার কাছে আয়।

[কালী ভিতরে যায়]

গগন। (নিস্ফল আক্রোশে হাত কচলায়) আমি কে এখন কী করি!

নেপথ্যে গুণধর। গগনদা!

[মত্ত অবস্থায় গুণধরের প্রবেশ।]

গুণধর। এই যে, সবাই রয়েছ। কিন্তু আমার তো সবাইকে দরকার নেই। আমার দরকার গগনদাকে।

ভবেশ। ছ্যাখ গুণধর, এ বাড়িতে আজ বড় বিপদ। তুই অন্যদিন আসিস ; কেমন !

গুণধর। মাইরি আর কি ! অন্যদিন আসিস ! কথা ঘুরোচ্ছেন ? তিনদিন পার হয়ে গেছে,—আজ গগনদা আমাকে টাকা দেবে বলেছিল না ?

ভবেশ। ওর ছেলের অসুখ।

গুণধর। কি ! আমি কি ভিখিরী ? বাড়িতে অসুখ বলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

ভবেশ। আহা না, তা কেন ! আমি—

গুণধর। আমি পাওনাদার। মহাজন। আর (গগনকে দেখিয়ে) ও খাতক। মহাজনকে আদর করে নিয়ে বসাবে, গুণে গুণে টাকা শোধ করবে,—তবে আমি এখান থেকে যাব।

নব। (চাপা ক্রোধে) পিঠে দু ঘা পড়লে তার আগেই তুমি—

গুণধর। কি বললে ! (চিৎকার করে) আমার গায়ে গগনদা হাত তুলবে ! শালা, বাপের আমলের দেনা শোধ করতে পারে না—

[মাসী বাইরে আসে]

মাসী। কে র‍্যা ! গলাবাজী করে কে ?

গুণধর। আমি মহাজন।

মাসী। মহাজন তো, ঘরে বসে মহাজনী ফলা গা। রাত দুপুরে এখানে চ্যাল্লাচ্ছিস কেন ?

গুণধর। গগনদা খাতক। ও আমার টাকা শোধ করে দিক।

মাসী। ওর ছেলের অসুখ যে।

গুণধর। অসুখ—তার আমি কি করব? আমার পাওনা টাকা না-নিয়ে আমি আজ এখান থেকে যাব না।

[গুণধর বসতে যায়; ভবেশের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি আসে।]

ভবেশ। (নরম সুরে) গুণধর!

গুণধর। কি?

ভবেশ। শোন্ না। এদিকে আয়।

গুণধর। (কাছে আসে) কি, বলুন।

ভবেশ। উঁঃ! যা গন্ধ ছড়াচ্ছিস,—কাছে দাঁড়ায় সাধ্য কার!

গুণধর। তাহলে বলবেন না।

ভবেশ। আহা, দাঁড়া না। বললাম বলে কি সত্যিই তাই? শোন, গগর্নের ছেলের আজ ভারী অসুখ।

গুণধর। তাতে কি? অসুখ অমন সকলেরই হয়।

ভবেশ। খুব খারাপ অবস্থা।

গুণধর। অসুখ করলে অবস্থা খারাপ হবে, এ আর এমন নতুন কথা কি?

ভবেশ। আহা, তা না। আমি বলছিলাম,—

গুণধর। বুঝেছি। ওইসব বলে আমাকে ভোগা দিতে চান। কিন্তু না; আমি কোন কথা শুনব না। আজই আমার টাকা চাই।

ভবেশ। আমি তোকে ভোগা দিচ্ছি?

গুণধর। নাহলে ওইসব কথা বলছেন কেন?

ভবেশ। আসলে কি হয়েছে জানিস—

গুণধর। আসলে কি হয়েছে, আমার জানার দরকার নেই। আমার টাকা আমাকে দিয়ে দিক, আমি চলে যাই। ব্যস।

ভবেশ। (একটু ভেবে) ঠিক আছে, আমি জিম্মা নিচ্ছি; তোর টাকা আমি তোকে পাইয়ে দেব।

গুণধর। আপনি দেবেন! কেন?

ভবেশ। কারণ গগনের হাতে টাকা নেই।

গুণধর। আর তাই আপনি জিম্মা নিচ্ছেন?

ভবেশ। হ্যাঁ, নিচ্ছি।

গুণধর। আপনি গগণদাকে খুব স্নেহ করেন, না?

ভবেশ। তা জেনে তোর কি লাভ?

গুণধর। না, কিছু না। ভাবছি, আমাকে যদি কেউ এই রকম স্নেহ করত, তাহলে দুশো কেন, পাঁচশো—হাজার টাকাও আমি ছেড়ে দিতে পারতাম। পায়ের ধুলো দিন কাকা।—তাহলে আজ থেকে আমার ওই দুশো টাকা পাইয়ে দেবার দায়িত্ব আপনার?

ভবেশ। হ্যাঁ।

গুণধর। কবে পাব?

ভবেশ। পাবি, পাবি; আমি যত শিগ্‌গীর পারি তোর টাকা তোকে পাইয়ে দেব। কিন্তু একটা সর্তে।

গুণধর। সর্তে!…আচ্ছা, বলুন।

[নব ও গগন মনোযোগের সঙ্গে এদের কথা শোনে।]

ভবেশ। রাত্তির এখন এমন কিছু বেশী হয়নি, কি বল।

গুণধর। নাঃ।

ভবেশ। আচ্ছা, এখান থেকে শহরে যেতে আসতে কতক্ষণ লাগতে পারে? ভেবে বল।

গুণধর। কে যাবে?

ভবেশ। ধর যদি তুই যাস?

গুণধর। মাইরী আর কি! আমার আর কাজ নেই!

ভবেশ। গুণধর, আমার কথাটা শোন। গগনের ছেলের ভারী অসুখ। এইটুকু বাচ্চা,—বিনা-চিকিৎসায় মরে গেলে—

গুণধর। ধ্যাৎ! এই মরার কথা যে কেন বলেন! শুনতে আমার একদম ভাল লাগে না।

ভবেশ। কি করি বল। হর কবরেজকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তুই তো জানিস, ওর ওষুধে—

গুণধর। জানি। ওর ওই বৃহৎ-অট্টালিকা-চূর্ণ খেয়েই তো আমার বাবা মারা গেল।

ভবেশ। তবে? (গুণধর মুখ ব্যাজার করে দাঁড়িয়ে থাকে; ভবেশ দরজার কাছে যায়) গুণধর! (হাতছানি দিয়ে ডাকে) শোন—

গুণধর। কি?

ভবেশ। দেখে যা। আয়—(গুণধর দরজার কাছে যায়; ভবেশ ঘরের ভিতরে দেখায়) ওই দেখ—

[গুণধর অনিচ্ছাসত্ত্বে উঁকি দেয়। ক্রমশ ঝুঁকে দেখতে দেখতে এগোয়,—ভিতরে যায়। ভবেশ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে গুণধর হাসিমুখে বাইরে আসে।]

গুণধর। গগনদা! পায়ের ধুলো দাও দাদা। এমন ছেলে যার ঘরে, সে তো দুনিয়ার বাদশা।

ভবেশ। কিন্তু এখুনি ডাক্তার না-দেখালে তো ওকে বাঁচান যাবে না।

গুণধর। বড় মজা হয়েছে। এখানে দেখ এতগুলো গাঁ, আর ডাক্তার বলতে ওই সবে ধন শশী ডাক্তার। ওদিকে, যাও বড় সহরে, দেখবে—ডাক্তারের ভীড়ে পথ চলতে পারবে না; রুগীর অভাবে তেনারা সব বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ভবেশ। গুণধর, কথা বলে সময় নষ্ট করলে ওদিকে—

গুণধর। বুঝেছি।···টাকা আছে ?

ভবেশ। টাকা থাকলে তো—(থেমে যায়)

গুণধর। আপনারাই যেতে পারতেন। হুঁঃ! ছাই ফেলতে গুণধর চন্দর। বেশ; গুণধর যাচ্ছে শশী ডাক্তারের কাছে। কিন্তু আমি ফিরে আসার আগেই যদি ছেলের কিছু হয়ে যায়; আমাকে দুষবেন না।

ভবেশ। পা চালিয়ে যা বাবা; কতক্ষণ লাগবে ?

গুণধর। বেশীক্ষণ লাগবে না।

(হঠাৎ হেসে ফেলে আবৃত্তি করতে করতে বাইরের দিকে পা বাড়ায়]

বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন
বারে বারে দেখা দিবে; রচি আমি তারই সিংহাসন—
তারি সম্ভাষণ॥

তপোভঙ্গ দূত আমি—

[থেমে যায়]

কিন্তু কাকা! কি সর্তের কথা বলছিলেন ?

ভবেশ। এই তো সর্ত। আমি তোর টাকার জিম্মা নিলাম, আর—

গুণধর। আমি শশী ডাক্তারকে নিয়ে এলাম। বেশ; ভাল হল। আপনি দিলেন, আমি নিলাম; আবার আপনি নিলেন, আমি দিলাম। (হা হা করে হেসে ওঠে) সেই যে সেই লাইনটা—
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে—

[প্রস্থান]

[একটুক্ষণ সবাই চুপচাপ]

নব। কাকা!

ভবেশ। (ঈষৎ তন্ময়ভাব) বেশ হল। এই সুযোগে গুণধরের বুকের ভেতরটা দেখে নেওয়া গেল। কি দেখলাম জানিস নব? সত্যফোঁটা—

[ব্যস্তভাবে রাখাল মাষ্টারের প্রবেশ।]

রাখাল। আমি তৈরী হয়েই এসেছি গগন। কোন ভাবনা নেই। এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। কোথায়—রুগী?

ভবেশ। রুগী দিয়ে তুমি কি করবে?

রাখাল। আমি যা পারি।—একটু ঝেড়ে দেব।

নব। ব্যস?

রাখাল। আবার কি?—ও, তোমরা ভাবছ, ওষুধ না-হলে রোগ সারবে না? মূর্খ। বাচ্চাদের রোগ আসলে রোগ নয়।

নব। (এগিয়ে যায়) তবে?

রাখাল। কোপ।

ভবেশ। তোমার মুণ্ডু।—ভাগ্য তোমার মাষ্টারী অ-আ-ক-খ'র গণ্ডী পেরোয় না। না-হলেই হয়েছিল আর কি।

রাখাল। আপনি বিশ্বাস করেন না?

ভবেশ। না।

রাখাল। আশ্চর্য! একবার পরখ করে দেখুন।

অনন্ত। (কাছে আসে) এইবাবু কিন্তু ঠিকই বলেছেন। বাচ্চার এ রোগ—রোগ নয়, কোপ। আমাদের গাঁয়ে একবার—

গগন। তোমাকে না আমি এখান থেকে চলে যেতে বলেছিলাম?

অনন্ত। যাব কেমন করে? ছেলের অসুখ—

গগন। ছেলের অসুখ, তাতে তোমার কি?

রাখাল। আমি যাই?

ভবেশ। কোথায় ?

রাখাল। ঘরে,—রুগীর কাছে।

ভবেশ। যাবে ? যাও। কিন্তু ওখানে মাসী আছে।

রাখাল। (মাসীর নাম শুনে ঈষৎ শঙ্কিত) মাসী! ··না না; মাসী দেখবেন, আমার কথাই মেনে নেবে। (রাখাল চোখ উল্‌টে বিড়বিড় করে কি সব বলতে আরম্ভ করে। জল ছিটোবার ভঙ্গীতে ডান হাত ছিটোতে ছিটোতে ঘরের দিকে এগোয়। হঠাৎ দাঁড়ায়, এদের দিকে ফেরে) বাবার কাছে শিখেছিলাম। আমার বয়েস তখন তের। (আবার ওই ভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজায় ওঠে। ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়ে শূণ্যে আঁক কষে।) মাসী!—

[রাখাল ঘরে ঢোকে। পরমুহূর্তে মাসীব তর্জন শোনা যায় এবং রাখাল ছিটকে বেরিয়ে আসে।]

নেপথ্যে মাসী। বেরো, বেরো এখান থেকে। ঢং করার আর সময় পায়নি! (মাসী দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।)

মাসী। এই নব! আমি না-ডাকলে কেউ যেন এঘরে না-আসে। আর ওটাকে বাইরে যেতে বল।—নিজের একটা ছেলে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি, আমার ছেলের উপর বুজ্‌রুকী ফলাতে এসেছে।

[মাসী ঘরে যায়]

রাখাল। (এর ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে) ধ্যাৎ! কেউ বিশ্বাসই করে না! (বেরিয়ে যেতে গিয়ে অনন্তর দিকে নজর পড়ে; তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়) তোমাকে কোথায় দেখেছি বল তো। চেনা চেনা মনে হচ্ছে। · নাঃ, তুমি না; সে অন্য লোক।

[রাখালের প্রস্থান। একটুক্ষণ চুপচাপ]

অনন্ত। কাজটা কিন্তু ভাল হল না।

ভবেশ। দেখ বাপু, এখানে বসে থাকতে হয়, চুপচাপ বসে থাক। আমাদের ছেলের ভাল-মন্দ নিয়ে তোমাকে কথা বলতে হবে না।

[মাসী আবার বাইরে আসে; উঠুনে ভবেশের কাছে এসে দাঁড়ায় ।]

মাসী। ছেলেটা থেকে থেকে চম্‌কে চম্‌কে উঠছে কেন ?

অনন্ত। অ্যাঁ! না—(প্রায় উন্মাদের মত চিৎকার করে ওঠে) আমি দেখব—(দ্রুত ঘরের দিকে এগোয়। এরা বাধা দেয়। হৈ চৈ। অনন্ত পরিত্রাহী চিৎকার করে) আমাকে শেষবারের মত একবার দেখতে দাও! ওর মরা-মা যে ওকে আমার কাছে দিয়ে গেছে বাবা। ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে···তোমাদের পায়ে পড়ি—আমাকে একটিবার দেখে আসতে দাও—

[কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

মাসী। কি বলছে ও!

[বেড়ার ওপাশে আলো এসে দাঁড়ায়। সবাই একদৃষ্টে অনন্তকে দেখছে; মাসীর কথায় কেউ জবাব দেয় না]

মাসী। (জোর দিয়ে) ও কী বলছে ?

গগন। (অনন্তর মুখোমুখি দাঁড়ায়) তুমি কী বললে ?

অনন্ত। তোমাদের পায়ে পড়ি; আমাকে একটিবার দেখে আসতে দাও।

গগন। দেব। কিন্তু তুমি এইমাত্তর যা বললে, ঐ কথাগুলো আবার বল তো।

অনন্ত। (শঙ্কিত) কি বলেছি!

গগন। তুমি কে?

অনন্ত। আমি? আমি—অনন্ত। অনন্ত বাউরী।

গগন। ছেলেটা কার?

অনন্ত। ছেলে! কোন্ ছেলে?…ও ছেলে তো আপনার।

গগন। খবরদার!.. বল, ও ছেলে কার?

অনন্ত। (ধরা গলায়) আপনারা এতগুলো মানুষ, ওইটুকু শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না?

ভবেশ। (এগিয়ে আসে) ও ভীষণ রেগে আছে।—তুমি আমাকে বলতো, ছেলেটা কার?

[এরা সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। অনন্ত ভয় পায়।]

অনন্ত। আমাকে ক্ষমা করো বাবুরা। আমার কোন দোষ নেই। যা করেছি, প্রাণের ভয়ে করেছি। আমাকে দোষী ক'র না।… ইসলামপুরের চাষী আমি। তিন কুলে কেউ নেই। তাই আমার সখ হয়েছিল—সংসার করব। দেবীগাঁয়ের ফুলমালাকে বিয়ে করে নিয়ে এলাম। ফুলমালা—

[উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে]

ভবেশ। তারপর?

অনন্ত। ফুলমালা একদিন মরে গেল। (সবাই ঝুঁকে আসে) মরার আগে ওই বাচ্চাকে আমার কোলে দিয়ে বললে—ওকে তুমি মানুষ করো। কিন্তু—

[রাখালের প্রবেশ]

রাখাল। অসুখের কথা শুনে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।— আপনারা নিশ্চয়ই শোনেননি? ঘটনাটা অবশ্য খুবই বেদনা-

দায়ক। কিন্তু কী করা যায়! দিনকাল যা পড়েছে, তাতে এরকম না-হওয়াটাই বিচিত্র। না, কি বলেন!

ভবেশ। ভূমিকা ছেড়ে আসল কথাটা বলে ফেল দেখি।

রাখাল। ইসলামপুরে দুটো বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, বলেছিলাম। জতুগৃহ আর কি। ছিটে বেড়া, শনের চাল,—কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়ে সাফ হয়ে গেল।

নব। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে মানে!

রাখাল। মানে আর কি! ওই যে কাল বলেছিলুম, বাইরের কিছু লোক এসে গোল পাকাবার চেষ্টা করছে,—তাদেরই কীর্তি। রাতের অন্ধকারে বেছে বেছে দুটি সংখ্যালঘুর ঘরে আগুন দিয়ে পাকিস্তানে হিন্দুদের দুর্গতির প্রতিশোধ নিলে।—কিন্তু কথা হচ্ছে,—যে-বাপ, ইদ্রিস, না, জব্বর তার নাম,—আর তার ছেলে—এইটুকু বাচ্চা যে ঘরে বন্ধ অবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল,—তার কৈফিয়ত কে দেবে?

ভবেশ। কি বলছ তুমি!

রাখাল। মিথ্যে বলছি না। এ খবর রেডিওতে বলেনি; কিন্তু যারা স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তাদের কাছে শুনে বলছি।—শুনে ইস্তক এক মুহূর্ত স্বস্তি পাচ্ছি না কাকা। শত হলেও মানুষ তো।

নব। প্রতিশোধ নিল, না! বাঃ!

[অনন্ত হঠাৎ কান্না জড়ান বিচিত্র হাসিতে ফেটে পড়ে। সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকায়।]

ভবেশ। কি হল!

[অনন্ত রাখালের দিকে তাকায়।]

অনন্ত। (রাখালকে) আমাকে চিনতে পারছ না বাবু?

রাখাল। কোথায় যেন দেখেছি।—কোথায় বল তো।

অনন্ত। যদি বলি ইসলামপুরে? (সবাই ওর দিকে চেয়ে থাকে। অনন্ত ভবেশকে) আপনারা জানতে চাইছিলেন, ও ছেলে কার।—আমার নাম ইদ্রিস মিঞা। ওই ছেলে আমার।

[সবাই ওর থেকে তফাতে সরে দাঁড়ায়। ইদ্রিস হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকে। একটুক্ষণ চুপচাপ।]

রাখাল। কী বিচিত্র লীলা! উঃ!—কিন্তু বাপু, কাজটি তুমি ভাল করনি। হিঁদুর ঘরে মোছলমানের ছেলে মানুষ হবে, এ তুমি ভাবলে কেমন করে?

নব। কাকা!

ভবেশ। বল।

নব। (বিচিত্র হাসি ওর মুখে-চোখে) এখন কি করবেন?

রাখাল। কি আর করবেন! গগন আর কালীকে দিয়ে একটা ছোট-খাট প্রাচিত্তির করিয়ে নিলেই মিটে যাবে।

নব। কেন?

রাখাল। কেন আবার কি! ওরা হিঁদু না?

নব। আর বাচ্চাটা?

রাখাল। যার বাচ্চা সে ফেরত নিয়ে যাবে। (ইদ্রিসকে) কি রে, নিবি না? (ইদ্রিস ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়) তোমাকেও বলিহারী গগন। কোথাকার কার ছেলে কিছু ঠিক নেই, অমনি নিজের ঘরে নিয়ে—

মাসী। (ভবেশকে উদ্দেশ্য করে) ওই বুড়ো চুপ করে আছে কেন? কিছু একটা বলুক।

ভবেশ। আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে মাসী। কিছু ভাবতে পারছি না।—পার তো তুমি বল।

মাসী। না, আমি না। বলবেন আপনারা। আপনারা মরদ না!

[ভবেশের অস্থিরতা প্রকাশ পায়।]

ভবেশ। আমি বলি, গুণধর ডাক্তার ডাকতে গেছে। ছেলেটা অসুস্থ। ভাল হয়ে উঠুক,—তারপর একদিন এসে ও নিয়ে যাবে'খন।

রাখাল। কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।—এখনো ব্যাপারটা গোপন আছে। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে হুলুস্থুল বেধে যাবে। বাইরের সেই লোকগুলো—ইসলামপুরে যারা চরে বেড়াচ্ছে—তারাও হয়তো ছেড়ে কথা বলবে না।—ভালয় ভালয় আপদ বিদেয় কর বাপু; ঝামেলা মিটে যাক।

নব। কাকা!

ভবেশ। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে নব। আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

মাসী। বাঃ! বাঃ!

[ইদ্রিস ধীরে ধীরে ঘরের দিকে এগোয়। গগন এতক্ষণ কোন কথা বলেনি; চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।]

গগন। (গর্জনের মত শোনায়) কোথায় যাচ্ছ?

ইদ্রিস। ওকে আমার কোলে এনে দিন; আমি চলে যাই।

গগন। (ইদ্রিসের কাছে এগিয়ে আসে) তোমার কোলে ছেলে এনে দেব? কেন?

ইদ্রিস। ও—ও তো মোছলমান। আমার ছেলে। আমি ওকে নিয়ে যাই।

গগন। তোমাকে আমি পুলিশে দেব। মিথ্যে গল্প বানিয়ে ছেলে চুরি করার মতবল করেছ?

রাখাল। অ্যাঃ! কি!

গগন। বেশ বুদ্ধি আপনাদের। কোথাকার কে এসে কি বলল, আর

অমনি আপনারা ঠিক করে ফেললেন, ওই রোগা ছেলেকে ওর হাতে তুলে দেওয়া হোক। বাঃ! ও বাঁচবে কেমন করে ভেবে দেখেছেন? ওর ঘর জ্বলেছে—আপনি বলেন নি?…আগে ওর বাঁচার ব্যবস্থা করুন; তারপরে ছেলের কথা ভাববেন।

রাখাল। তার মানে, তুমি করতে চাও কি?

গগন। কিছু করতে চাই না; শুধু বলতে চাই—আপনারা সবাই শুনে রাখুনঃ ইদ্রিস মিঞা যা বলেছে, সব মিথ্যে কথা। ও ছেলে আমার।

নব। গগন, কি বলছিস তুই?

গগন। কেন, সত্যি কথাগুলো শুনতে ইচ্ছে করছে না?…দু' বছর আগে আমি আমার দিদির বাড়িতে গিয়েছিলাম। একমাস আমার ঘর বন্ধ ছিল; মাসীর নিশ্চই মনে আছে।—আমি বিয়ে করেছিলাম। আমার ছেলে হয়েছে। তারপর আমার বউ মরে গেছে। আমি কাউকে বলিনি একথা।

নব। আজ বলছিস কেন?

গগন। বলছি, কেন জানি বলতে ইচ্ছে করছে। (ভবেশকে) কাকা।… একটা কুকুর যখন তার তিনটে বাচ্চাকে বড় করে, তখন আর একটা কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চাকে তার কাছে রেখে এলে সে তার জাত বিচার করে না। নিজের বলে মেনে নেয়।—আপনাদের ঘরেও তো ছেলেপুলে আছে।—আচ্ছা, আমরা কি কুকুরেরও অধম যে, ওই শিশুর জাত বিচার করতে বসেছি?

রাখাল। কিন্তু ও তো কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চা নয়। ওর বাপ রয়েছে।

গগন। কে ওর বাপ?

রাখাল। ওই ইদ্রিস মিঞা।

গগন। মিথ্যে কথা। আমি—

[বাধা পড়ে ; নেপথ্যে গুণধরের আবৃত্তি শোনা যায়।]

নেপথ্যে গুণধর। নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়াছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে॥

[গুণধর ও বৃদ্ধ শশী ডাক্তারের প্রবেশ। শশীর একখানা হাত গুণধরের কাঁধে।]

গুণধর। ভয় নেই। আমি আছি; হোঁচট খাবেন না।

ভবেশ। আসুন ডাক্তারবাবু।

শশী। থাক।—রুগী কোথায়?

ভবেশ। ওই ঘরে।—আপনার কোন কষ্ট হয়নি তো?

শশী। বাঁদরামী কর না। রাত দুপুরে বাড়ির সামনে একটা মোদো-মাতাল হল্লা জুড়ে দিলে কষ্টের আর বাকী থাকে কী? (গুণধর দাওয়ায় বসেছিল। সশব্দে হাসে) এক চড় লাগাব গুণধর। আবার হাসা হচ্ছে!

গুণধর। (উঠে দাঁড়ায়, হাত বাড়িয়ে) আসুন, এই ঘরে।

শশী। সরে যা। (মাসী এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। শশী দাওয়ায় ওঠে।) দরজার সামনে দাঁড়ালে কেন? ভেতরে যেতে দেবে না?

[মাসী ও শশী ঘরে যায়। এরা চুপচাপ। হঠাৎ নব গুণগুণ করে গেয়ে ওঠে।]

নব। দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর
নীলমণি ধনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি,
যেন হারায়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি
মন মানে তো নয়ন না মানে॥
আজকের মতন যা রে তোরা,
ঘরে থাক মোর নয়নচোরা,
পলকেতে হইয়ে হারা,
নয়ন তারা দিয়ে বনে॥
দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর
নীলমণি ধনে···

[শশী বাইরে আসে।]

শশী। গান গায় কে?

ভবেশ। নবু।

শশী। নব?—নবকে বল, এখানে হল্লাবাজি কম করতে। ওতে রুগীর কষ্ট হয়।

ভবেশ। কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

শশী। আগে খবর দাওনি কেন?—ভয় নেই। ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গেলাম। ভাল হয়ে উঠবে!—কই রে! কোথায় গেল সেই উল্লুকটা? ওই যে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে চল। এই অন্ধকারে আমি একা যেতে পারব না।

[গুণধর দাওয়ায় বসে হাসিমুখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। উঠে দাঁড়ায়]

গুণধর। উল্লুকটা তৈরী আছে। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তবে

ফিরবে। (গগনের কাছে যায়) গগনদা!—অমন মারমুখো হয়ে তাকিও না মাইরী, ভয় করে। (হাসে) গগনদা! ওই—আমি যে দুশো টাকা তোমার কাছে পাই না,—সেটা তোমাকে এখন দিতে হবে না। ছেলেটা ভাল হয়ে উঠুক। বেশ বড় সড় হোক। তারপর এক সময় দিয়ে দিও। (শশীকে) চলুন। এই বুড়ো-হাবড়া নিয়ে হয়েছে যত ঝামেলা। একা পথ চলতে পারে না—

শশী। একা কি পথ চলা যায় রে মুখ্যু? অ্যাঁ?

গুণধর। (আবৃত্তি করতে করতে শশীকে নিয়ে পা বাড়ায়)

ওগো নদীকূলে তীরতৃণদলে কে বসে অমল বসনে,
শ্যামল বসনে।
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়,
নব মালতীর কচি দলগুলি আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর তৃণদলে কে বসে শ্যামল বসনে—

[দুজনের প্রস্থান। মাসী দরজায় এসে দাঁড়ায়।]

মাসী। (আনন্দের ভাব চোখে-মুখে) ওরে গগন! নুব! তোরা দেখে যা। ছেলে চোখ মেলে চাইছে।

[গগন ও ইদ্রিস ছাড়া সবাই দরজার কাছে গিয়ে ভীড় করে দাঁড়ায়—ভিতরটা দেখে।]

দেখ, দেখ, কেমন পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছে।

গগন। [উঠনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের মনে] আমি জানি, ও ভাল হয়ে উঠবে।

মাসী। দেখ নব, ও ঘাড় ফিরিয়ে কালীকে দেখছে।

গগন। ও অনেক বড় হবে।

মাসী। ও বাব্বা, আবার খেলা সুরু হল।

গগন। লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।

মাসী। কেমন হাত-পা ছুঁড়ছে দেখ।

গগন। ও অনেক বড় হবে। আমার থেকে বড়। মস্ত বড়।

[আলো কখন এসে ওর পাশটিতে দাঁড়িয়েছে, গগন লক্ষ্য করেনি।]

আলো। গগনদা!

গগন। অ্যাঃ!—আলো, বড় হলে আমি ওকে বলব—

আলো। ও ছেলেটা কার গগনদা?

গগন। আলো, ও ছেলে··· (ইদ্রিসের দিকে তাকায়; ইদ্রিস কাছে আসে) ও আমার ছেলে।

আলো। না গো; ও আমাদের ছেলে।

গগন। আমাদের ছেলে! তারমানে তুই—

আলো। ও কথা থাক গগনদা।—(গগন হাঁ করে আলোর দিকে চেয়ে থাকে।) আমি—তোমার ঘরে যাই?

গগন। যাবি! কিন্তু মাসী?

মাসী। (দাওয়ার ওখান থেকে) এই যে, আমি এইখানে। (গগন ঘাড় ফিরিয়ে মাসীকে দেখে।)

গগন। (হেসে আলোকে) যা।

[আলো লাফাতে লাফাতে মাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মাসী তাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। গগন ও ইদ্রিস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে। পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরা। দাওয়ার সামনে বাকী লোকগুলো তখন আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে।]

॥ যবনিকা ॥